বিশেষ সংখ্যা
পুণ্য সপ্তাহ

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১১ ◆ ২৪ - ৩০ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

পুণ্য সপ্তাহ হলো পবিত্রতার উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা

পুণ্য সপ্তাহ ও
সিনোডাল মণ্ডলী

পরম পিতার স্নেহাশ্রয়ে ছয়টি বছর

স্মৃতির পাতায় ঊনত্রিশ
"তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা কে বলে আজ তুমি নাই
তুমি আছ মন বলে তাই"

দেখতে দেখতে ছয়টি বছর পেরিয়ে গেল সানি তুমি আমাদের মাঝে নেই। কেন জানি তোমার স্মৃতি আজও আমরা ভুলতে পারছি না। সবাইকে নিঃস্ব করে কেন তুমি চলে গেলে? এভাবে তোমার চলে যাওয়াটা আজও আমরা মেনে নিতে পারি না। সবাই তো আছি শুধু তুমি নেই। তুমি ছাড়া আমাদের পরিবার একেবারেই শূন্য, আনন্দ নেই, হৈ হৈল্লোর নেই, কেউ আর কোন কিছুর জন্য আবদার করে না। তুমি যেন পুরো বাড়িটাকে মাতিয়ে রাখতে। তোমার পদচারণায় মুখর হয়ে থাকতো সবকিছু। তুমি সবার ছোট, আর চলে গেলে সবার আগেই? মা বাবা ও আমরা সবাই আজও তোমার কথা ভেবে চোখের জল ফেলি। তুমি বেঁচে আছ আমাদের হৃদয়ে, আমাদের মনে, আমাদের ভালোবাসায়। ঈশ্বর তাঁর বাগানের শ্রেষ্ঠ ফুলটি তুলে নিয়েছেন। সানি তুমি ছিলে সরল, নম্র, ধৈর্যশীল, দায়িত্বশীল পরিপক্ক একজন মানুষ। কি যেন একটা আকর্ষণে তুমি সবাইকে কাছে টেনে নিতে। কি করে ভুলি তোমায়! ২৯ জানুয়ারি যৌথ পরিবারে সর্ব কনিষ্ঠ হয়ে এ ধরায় এসেছিলে তুমি। আটাশ বছর পূর্ণ করে ২৯শে যবে পা রেখেছিলে তক্ষুণি সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে নতুন তরী নিয়ে চলে গেলে স্বর্গধামে। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সবাই যেন হয়ে উঠি ভালোবাসার মানুষ। তাই আজ ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করি, ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

প্রয়াত সানি প্লাসিড পালমা
আগমন : ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
হারবাইদ, গাজীপুর

ঊনত্রিশে জানুয়ারি এ পৃথিবীতে তোমার আগমন,
আটাশের সমাপ্তিতে করেছিলে ঊনত্রিশে সবে পদার্পণ।
এ পৃথিবীর স্নেহ ভালোবাসা উপেক্ষা করে ঊনত্রিশে মার্চ জীবন তোমার সমাপন ॥
তোমার আগমনে কেঁদেছিলে তুমি, আনন্দে মেতেছিল সারা ভুবন,
তোমার মৃত্যুতে শোকাহত, মর্মাহত আমরা, পরম শান্তিতে তুমি করছো স্বর্গে অবস্থান।
তোমার মতো সাধনার হোক আমাদের সবার জীবন ॥

তোমারই শোকাহত আমরা –
দিলিপ-কনিকা (বাবা ও মা), সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ (দিদি), যোনাথন, জেইভান জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, ন্যাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ডিলেন, জয়েস, টনি, লিমা-ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, কানন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১১
২৪ - ৩০ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১০ - ১৬ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

তপস্যার সাধনার পূর্ণতা:পুণ্যতায় ও স্বাধীনতায়

১৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ভস্ম বুধবারের মধ্যদিয়ে আমরা প্রবেশ করেছিলাম ৪০ দিনের তপস্যাকালে। আর এই তপস্যাকলের মূল আহ্বান, বাহ্যিক বস্ত্র নয় হৃদয়ের নেতিবাচক বস্ত্র উন্মোচন করে যিশুর আদর্শে জীবন যাপন করা। দেখতে দেখতে আমরা এই তপস্যাকালে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে এসেছি। ২৪ মার্চ তালপত্র রবিবারের মধ্যদিয়ে মাণ্ডলিক উপাসনা-বর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ হল পুণ্য সপ্তাহ বা মহাসপ্তাহ শুরু হতে যাচ্ছে। যিশুকে তাঁর সময়ের সাধারণ ইহুদী লোকেরা রাজা বলে স্বীকার করে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের যে শোভাযাত্রা করেছিল তা-ই স্মরণ করি তালপত্র রবিবারে। জনগণ ভালোবেসে যিশুকে তাদের রাজার সম্মান দান করে আমাদেরকে উৎসাহিত করছে মানব মুক্তিদাতা যিশুকে যেন অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমাদের হৃদয়ের রাজা করি। তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দান করি। তপস্যাকাল জুড়েই ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে দয়াকাজ, প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে যিশুর জীবনের সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছি ।

তপস্যাকালের চূড়ান্ত পর্যায় তথা নিস্তার দিবসত্রয়ে (পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্য শুক্রবার, পুণ্য শনিবার) আমরা আরও গভীরভাবে যিশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও মহিমা লাভ ধ্যান করি। বিশেষভাবে স্মরণে আনতে চেষ্টা করি, জেরুসালেমের পথ ধরে কালভেরী পর্বত পর্যন্ত যিশুর ক্রুশ বহনের কথা; স্মরণ করি যে আমাদেরই পাপের কারণে তিনি অন্যায়ভাবে দণ্ডিত, প্রহারিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, শেষে ক্রুশের উপর যন্ত্রণাময় মৃত্যুও বরণ করেছেন; অবশেষে ক্রুশীয় মৃত্যু জয় করে গৌরবান্বিত হয়েছেন; আমাদের সবাইকে তাঁর কাছে টেনে এনেছেন। আর এই সবই হয়েছে পরম পিতার ইচ্ছায়। যিশু সবাইকে আহ্বান করছেন পরস্পরকে ভালোবাসতে এবং কাজে সে ভালোবাসা প্রকাশ করতে। পুণ্য বৃহস্পতিবারে প্রবেশ করলে দেখতে পাই যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে নম্রতার এক বিরল আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং শেষভোজে (খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদ স্থাপন করে) নিজ দেহ-রক্ত খাদ্য আকারে দান করে মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে দৃশ্যমান ও দৃঢ় করলেন। তারপর পুণ্য শুক্রবারে, তিনি মহান আত্মত্যাগ তথা ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়ে আমাদের সঙ্গে নতুন সন্ধি স্থাপন করেছেন, আমাদের নব জীবন দান করেছেন। যিশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সাড়া জগতকে পুনর্মিলিত করেছেন। আর পুণ্য শনিবার হল, ভগবানের বিরচিত সেই দিন, এই দিনে এসো আনন্দ করি, এসো উল্লাস করি (*সাম ১১৮:২৪*)। এই দিনের প্রকৃত আহ্বান পাপের দাসত্বের জগৎ থেকে স্বাধীনতার জগতে পদার্পণ করা। পাপ থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাস করার সর্বজনীন আহ্বান রাখেন প্রভু যিশু। অর্থাৎ শুধু খ্রিস্টানদের মধ্যে এই আহ্বান সীমাবদ্ধ নয়। সবাই যাতে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারে। আর এই মিলনের জন্যে প্রয়োজন পাপের পথ পরিত্যাগ করে তাঁর ভালোবাসায় পথ অনুসরণ করা।

অন্যায়-অন্যায্যতা ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে ঈশ্বর সকলকেই আশীর্বাদ দান করেন। বাংলার মানুষ ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদ প্রত্যক্ষ করেছে। আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ও সমরবিদ্যায় দক্ষ পাকিস্তানীদের শোষণ-শাসন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হবার বাসনায় বাঙালি জাতি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে অনেক কষ্টকর পথ মাড়িয়েছে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি। স্বাধীনতা লাভের জন্য কষ্ট ও তপস্যার পথে পা রেখেছে হাজার হাজার মানুষ। কষ্টের কারণেই স্বাধীনতার স্বাদ এতো পুণ্য ও বিশুদ্ধ।

পুণ্য সপ্তাহে যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান উপলব্ধি করার সাথে সাথে আমরা আমাদের নিজ জীবনের মুক্তিলাভের বিষয়ে সচেতনতা লাভ করি। নিজেরা মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় যিশুর আদর্শ অনুসরণ করে প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসীর ন্যায় জীবন যাপন করার সংকল্প গ্রহণ করি। ফলশ্রুতিতে নিজেদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা যিশুর জীবনের কষ্টের সাথে মিলিয়ে নানা প্রতিকূলতায়ও খ্রিস্টসাক্ষ্য দানের জন্য শক্তি লাভ করি। আমরা বিশ্বাস করি প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিই আমাদেরকে প্রতিদিনের ক্রুশ বহন করে তাঁকে অনুসরণ করতে সহায়তা করবেন। যিশুকে ভালোবেসে তাঁর শক্তিতেই আমরা আমাদের পাপের মৃত্যু ঘটিয়ে স্বাধীন মানুষ হবার তপস্যা অব্যাহত রাখি॥ †

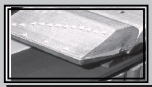

কিন্তু যিশু আর একবার জোর গলায় চিৎকার করে আত্মা ত্যাগ করলেন। - মথি ২৭: ৫০

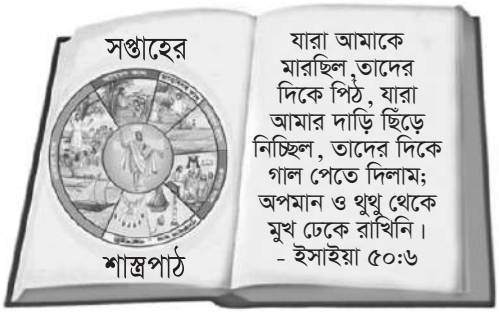

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৪-৩০, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

পুণ্য সপ্তাহ

২৪ মার্চ, রবিবার
তালপত্র (যাতনাভোগ) রবিবার
তালপত্র নিয়ে শোভাযাত্রার পূর্বে :
ইসা ৫০: ৪-৭, সাম ২২: ৭-৮, ১৬-১৭ক, ১৮-১৯, ২২-২৩খ, ফিলি ২: ৬-১১, মথি ২৬: ১৪--২৭: ৬৬ (সংক্ষিপ্ত ২৭: ১১-৫৪)

২৫ মার্চ, সোমবার
ইসা ৪২: ১-৭, সাম ২৭: ১-৩, ১৩-১৪, যোহন ১২: ১-১১

২৬ মার্চ, মঙ্গলবার
ইসা ৪৯: ১-৬, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, যোহন ১৩: ২১-৩৩, ৩৬-৩৮
বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস
কেবল প্রার্থনা অনুষ্ঠানের জন্য পাঠসমূহ:
২ বিব ৩৬: ১৪-১৬, ১৯-২৩ (বা এফে ২: ৪-১০), সাম ১৩৭: ১-৬, যোহন ৩: ১৪-২১

২৭ মার্চ, বুধবার
ইসা ৫০: ৪-৯ক, সাম ৬৯: ৭-৯, ২০-২১, ৩০, ৩২-৩৩, মথি ২৬: ১৪-২৫

২৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার
সকালের খ্রীষ্টযাগ: অভ্যঞ্জন খ্রীষ্টযাগ-তেল আশীর্বাদ:
ইসা ৬১: ১-৩, ৬, ৮-৯, সাম ৮৯: ১৯-২০, ২৪, ২৬, প্রত্যা ১: ৫-৮, লুক ৪: ১৬-২১
নিস্তার দিবসত্রয়, প্রভু যীশুর মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান স্মরণে
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা প্রভুর অন্তিম ভোজের পুণ্য বৃহস্পতিবার
যাত্রা ১২: ১-৮, ১১-১৪, সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৫-১৮, ১ করি ১১: ২৩-২৬, যোহন ১৩: ১-১৫

২৯ মার্চ, শুক্রবার
প্রভুর যাতনাভোগের পুণ্য শুক্রবার, উপবাস পালন ও মাছ-মাংসাহার ত্যাগ
আজকের উপাসনার ৩টি অংশ: ১) বাণী উপাসনা ২) পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ৩) খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ
ইসা ৫২: ১৩--৫৩: ১২, সাম ৩১: ১, ৫, ১১-১২, ১৪-১৬, ২৪, হিব্রু ৪: ১৪-১৬; ৫: ৭-৯, যোহন ১৮: ১--১৯: ৪২

৩০ মার্চ, শনিবার
পুণ্য শনিবার - নিস্তার জাগরণীর মহারাত্রি
নিস্তার জাগরণীর চারটি অংশ: ১) আলোর অনুষ্ঠান, ২) বাণী উপাসনা, ৩) দীক্ষাস্নান (যদি প্রার্থী থাকে), ৪) যজ্ঞানুষ্ঠান
১. আদি১: ১--২: ২ (সংক্ষিপ্ত ১: ১, ২৬-৩১), সাম ৩২: ৪-৫, ৬-৭, ১২-১৩, ২০, ২২, ২. আদি ২২: ১-১৮ (সংক্ষিপ্ত ২২: ১-২, ৯-১৮), সাম ১৫: ৫, ৮, ৯-১০, ১১, ৩. যাত্রা ১৪: ১৫--১৫: ১,সাম যাত্রা ১৫: ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ১৭-১৮, ৪. ইসা ৫৪: ৫-১৪, সাম ২৯: ২, ৪, ৫-৬, ১১-১৩, ৫. ইসা ৫৫: ১-১১, সাম ইসা ১২: ২-৩, ৪, ৫-৬, ৬. বারু ৩: ৯-১৫, ৩২--৪: ৪, সাম ১৮: ৮, ৯, ১০, ১১, ৭. এজে ৩৬: ১৬-২৮,সাম ৪১: ৩, ৫; ৪২: ৩, ৪ (তবে দীক্ষাস্নান, থাকলে: সাম ৫১: ১২-১৩, ১৪-১৫, ১৮-১৯), ৮. রোমী ৬: ৩-১১, সাম ১১৮: ১-২, ১৬-১৭, ২২-২৩, ৯. মার্ক ১৬: ১-৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৪ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৮৯ ফাদার হেনরী ভেন হুফ ওএমআই (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ ফাদার ফেডারিক বার্গম্যান সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৯৭ সিস্টার এম. বোনাভিতা ক্যানন সিএসসি
+ ২০০৫ ফা. মার্কুশ মারান্ডী (রাজশাহী)

২৬ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৫ ফাদার লুইজি অজ্জোনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৬ ফাদার আমেদেও পেলিজ্জেত্তা এসএক্স

২৭ মার্চ, বুধবার
+ ২০১৪ সিস্টার সূচনা চিরান সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফাদার আলবিনুস টপ্প (দিনাজপুর)

২৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ২০০৫ সিস্টার এম. মিডা মূলভে আরএনডিএম (ঢাকা)

২৯ মার্চ, শুক্রবার
+ ১৯৯৩ সিস্টার আঞ্জেলা সিম্মাহ আরএসডিএ (চট্রগ্রাম)

তৃতীয় খন্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

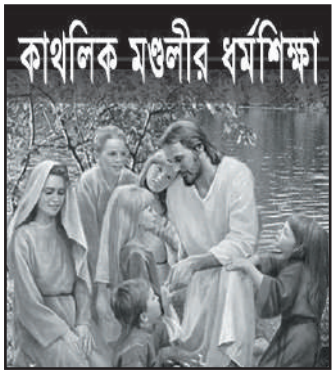

১৬৯৬: খ্রীষ্টের পথ মানুষকে "জীবনের দিকে নিয়ে যায়"; কিন্তু এর বিপরীত পথ তাদেরকে " সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়। সুসমাচারের দুই পথের উপমা-কাহিনীটি মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় সর্বদা স্থান পেয়েছে; এই উপমা আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশে নৈতি সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে: "দুটো পথ আছে: একটি জীবনের, অন্যাটি মৃত্যুর; কিন্তু এ দুটোর মধ্যে রয়েছে এক বিরাট পার্থক্য।

১৬৯৭: ধর্মশিক্ষা খ্রীষ্ট- পথের আনন্দ ও দাবি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। তাঁর জীবনের নবীনতায় পথ চলতে" ধর্মশিক্ষা হবে:

- পবিত্র আত্মা সম্পর্কে ধর্মশিক্ষা : কারণ, খ্রীষ্টের শিক্ষানুসারে পবিত্র আত্মা, যিনি অন্তর- জীবনের গুরু, বিনম্র অতিথি ও বন্ধু, তিনি এই জীবনকে অনুপ্রাণিত করেন, পথ দেখান, সংশোধন করেন ও শক্তিশালী করেন;
- অনুগ্রহ সম্পর্কে ধর্মশিক্ষা: কারণ, অনুগ্রহের দ্বারাই আমরা রক্ষা পাই এবং এর দ্বারাই আমাদের কাজ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফল উৎপাদন করতে পারে;
- 'সুখ - পন্থা'সমূহ সম্পর্কে ধর্মশিক্ষা: কারণ, এই 'সুখ-পন্থা'গুলোতে খ্রীষ্টের জীবন- পথের মূল কথা বিধৃত হয়েছে। এটাই একমাত্র পথ যা মানব - অন্তরের আকাঙ্ক্ষিত শাশ্বত সুখলাভের পথে আমাদের চালিত করে;
- পাপ ও ক্ষমা বিষয়ক ধর্মশিক্ষা: কারণ, মানুষ যদি নিজেকে পাপী বলে স্বীকার না করে, তাহলে সে আপন জীবনের সত্য সম্পর্কে জানতে পারো না, যে-সত্য ন্যায়নিষ্ঠ কাজের শর্ত ; এবং তাকে যদি ক্ষমা দেয়া না হত তাহলে সে সেই সত্য ধারণ করতে সক্ষম হত না;
- মানবীয় গুণাবলী সম্পর্কিত ধর্মশিক্ষা: কারণ, মানবীয় গুণগুলো মঙ্গলময়তায়র সৌন্দর্য ও তার প্রতি সঠিক আকর্ষণ বুঝতে সক্ষম করে;
- খ্রীষ্টীয় পুণ্যগুণাবলী সম্পর্কে ধর্মশিক্ষা: অর্থাৎ বিশ্বাস, আশা ও প্রেম
- এই গুণগুলো সাধু- সাধ্বীদের জীবন দৃষ্টান্ত দ্বারা সর্বতোভাবে অনুপ্রাণিত;
- ভালোবাসার দুটো আজ্ঞার বিষয়ে ধর্মশিক্ষা : যে- শিক্ষা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার মধ্যে প্রদান করা হয়েছে;
- মণ্ডলী সম্পর্কে ধর্মশিক্ষা: কারণ, "সিদ্ধগণের পুণ্যর মিলন-সংযোগ, "আত্মিক সম্পদের" বহুমুখী বিনিময়ের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় জীবন বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে এবং তা সঞ্চায়িত হয়।

১৬৯৮: এই ধর্মশিক্ষার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নির্দেশনার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হবেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট, যিনি"পথ, ও সত্য ও জীবন"।[২৪] তাঁর দিকেই বিশ্বাসের দৃষ্টি রেখে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীগণ আশাকরতে পারে যে, তাদের নিকট দেয়া প্রতিশ্রুতি তিনি নিজেই পূর্ণ করেন, এবং যে ভালবাসায় তিনি তাদের ভালবেসেছেন, সেই একই ভালবাসায় তাঁকে ভালবেসে, তারা যেন তাদের নিজেদের মর্যাদা রক্ষাক'রে কর্ম সম্পাদন করতে পারে:

আমি তোমাদের বিবেচনা করতে বলি যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ইহলেন তোমাদের প্রকৃত মস্তক, এবং তোমরা হলে তাঁর অঙ্গসমূহ। মস্তক যেমন তাঁর অঙ্গের সঙ্গে, ঠিক তেমনি তিনিও তোমাদের সঙ্গে সংযুক্ত। যা-কিছু তাঁর সবই তোমাদের: তাঁর আত্মা, তাঁর হৃদয়, তাঁর দেহ ও প্রাণ এবং তাঁর অন্যান্য শক্তিসমূহ। এসবই তোমাদের নিজের মনে ক'রে তোমরা ঈশ্বরের সেবা, বন্দনা, ভালবাসা ও মহিমার জন্য ব্যবহার করবে। অঙ্গগুলো যেমন তাদের মস্তকের সঙ্গে, ঠিক তেমনি তোমরাও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত। তোমাদের মধ্যে যা-কিছু আছে, তা নিজেরই বিবেচনা ক'রে, তোমরা পরম পিতার মহিমার জন্য তা ব্যবহার করবে - তারই অপেক্ষায় তিনি থাকেন।[২৫]

"কেননা, আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট"।[২৬]

ফাদার সুবাস পুলক গমেজ ওএমআই

তালপত্র রবিবার

প্রথম পাঠ : ইসাইয়ার গ্রন্থ: ৫০: ৪-৭

দ্বিতীয় পাঠ : ফিলিপ্পীয় ২: ৬-১১

মঙ্গলসমাচার: মার্ক ১৪: ১-১৫:৪৭

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, ইতোমধ্যে আমরা তপস্যাকালের ৫টি সপ্তাহ অতিবাহিত করেছি ধ্যান-প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজ করার মধ্যদিয়ে। আমার বিশ্বাস এই সমস্ত প্রার্থনাময় কাজ করার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদ ও কৃপা লাভ করেছি। আজকে মাতা-মণ্ডলীতে আমরা তালপত্র রবিবার পালন করছি। আর এই দিনটির মধ্যদিয়ে আমরা পুণ্য সপ্তাহে প্রবেশ করি, যে সপ্তাহটি আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র সপ্তাহ। এ সপ্তাহটি অন্যান্য সপ্তাহের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই সপ্তাহে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট মানবজাতির জন্য পরিত্রাণ বা মুক্তি এনেছেন। আর এই পরিত্রাণ এসেছে যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে।

আজকের উপাসনার মধ্যে দুটি দিক পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ মহিমাময় বা গৌরবময় দিক, যার জন্য জনগণ দ্বারা সমাদৃত হয়ে, শোভাযাত্রা করে যিশু জেরুশালেমে প্রবেশ করেছিলেন মহাগৌরবে। আর সেই ঘটনাকে স্মরণ করে আমরাও আজ খেজুর পাতা হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা করে প্রভুর গৃহে বা মন্দিরে প্রবেশ করবো। দ্বিতীয়ঃ ক্রুশের পথ, যন্ত্রণার পথ বা মৃত্যুর পথ। আজকে আমরা প্রভু যিশুর যাতনাভোগের কাহিনীতে শুনবো কিভাবে তিনি আমাদের জন্য অসহ্য যাতনাভোগ করেছেন। তাই আজকের উপাসনায় আমরা একদিকে যেমন উপলব্ধি করি আনন্দময় সুর, তেমনি অন্য দিকে উপলব্ধি করি বিষাদময়-করুনার সুর। এই দু'টি দিক খ্রিস্টের জীবনে ওতপ্রতোভাবে জড়িত যেটি নিয়ে আমরা ধ্যান করতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও এই দু'টি দিক পরিলক্ষিত হয় যেখানে আমরা কখনও আনন্দে থাকি আবার কখনও কখনও কষ্টে থাকি। তাই খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে যদি তার আনন্দের সহভাগি হতে চাই তবে আমাদেরকে প্রথমে তার সেই কষ্টের বা ক্রুশের পথে খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে হবে। সেই জন্য যিশু আমাদেরকে আহ্বান করেন কেউ যদি তাঁকে অনুসরণ করতে চায় তবে যেন নিজেদের ক্রুশ নিয়ে তাঁর পিছনে যায়।

যিশু তাঁর যাতনাভোগ-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে আমাদের পরিত্রাণ করবেন বলে তিনি জেরুশালেম মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। ইহুদীদের অনেকে যিশুকে "মুক্তিদাতা খ্রিস্ট" রূপে চিনতে পারেনি কিন্তু অনেক সহজ-সরল ভক্ত মানুষ ঠিকই খ্রিস্টকে চিনতে পেরেছে। তাই তারা প্রকাশ্যে যিশুকে "রাজা" বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এজন্য তারা মহাগৌরবে, আনন্দ উল্লাস করে যিশুর জেরুশালেমে প্রবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। আমরাও সেই একই ভালবাসা, একই সম্মান এবং আমাদের হৃদয়ের রাজা বলে যিশুকে স্বীকৃতি দিতে চাই।

খ্রিস্ট যিশু গাধার পিঠে চড়ে মহা-সমারোহে জেরুশালেম প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু যিশু কেন এই গাধার পিঠে চড়েছেন? গাধা প্রাণীটি শান্তির প্রতীক। যারা এই গাধার পিঠে চড়ে আসে তাঁরা সব সময় শান্তিরবার্তা নিয়ে আসেন। যিশু প্রকৃত রাজা হয়েও নম্র-শান্তশিষ্ট একটি পশুর ওপরে চড়ে আসলেন এবং সত্যিই এই পৃথিবীর মানুষের মাঝে শান্তির বারতা নিয়ে আসলেন। আমরা যারা সমাজের নেতা-নেত্রী, আমাদের মনোভাবও যিশুর মতো হওয়া উচিৎ। আমরা অনেক সময় ক্ষমতার পিছনে ছুটি; ছুটি প্রতিপত্তি ও অর্থ সম্পত্তির পিছনে। আজকের উপাসনা আমাদের আহ্বান করে যেন খ্রিস্ট যিশুর মতো নম্র হই, হই শান্তির প্রতীক এবং মানুষের কল্যাণে/ মুক্তিতে নিজেকে একটু সম্পৃক্ত করি।

খ্রিস্ট যিশু হলেন ঈশ্বর সেবক আর ঈশ্বর সেবক হিসেবে শত লাঞ্ছনা, অত্যাচারের মুখেও তিনি সহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। আজকে প্রথম পাঠে ইসাইয়া গ্রন্থে এই কথা বলা হয়েছেঃ যারা তাকে মারছিল তাদের কাছ থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেননি, থুথু দিলেও প্রতিবাদ করেননি। খ্রিস্ট যিশু হলেন সেই "ঈশ্বর সেবক" যিনি শত লাঞ্ছনা, অত্যাচারের মুখেও সহিষ্ণু ছিলেন। যখন আমরা যিশুর যাতনাভোগের কাহিনী শুনি তখন আমরা দেখি খ্রিস্ট যিশু কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি। তিনি আমাদের মুক্তির জন্য নীরবে সবই সহ্য করেছেন।

আজকে আমরা সেই সমস্ত মানুষের কথা স্মরণ করি যারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিঃশেষিত, অত্যাচারিত রোহিঙ্গাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার আজ মানবহৃদয় কাঁদায়, তবুও তাদের কষ্ট শেষ হয় না। ঠিক একইভাবে সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনিদের এবং বিশ্বের আরও অনেক জায়গায় মানুষের ওপর অত্যাচার, শিশুদের ওপর নির্যাতন গোটা মানবজাতিকে লজ্জা দেয়।

আমাদের উপাসনার ২য় পাঠ আমাদেরকে আরও একটু গভীরে নিয়ে যায় যেন আমরা ধ্যান করি, খ্রিস্ট যিশু স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকেননি বরং নিজেকে রিক্ত করলেন, দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষ হলেন। নিজেকে নমিত করলেন এবং পিতার প্রতি আনুগত্য হয়ে ক্রুশের ওপর মৃত্যুবরণ করলেন। আর এইভাবে তিনি হলেন আমাদের রাজা, মুক্তিদাতা। পৃথিবীর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম তাঁকে দেওয়া হলো "প্রভু"। খ্রিস্ট যিশুর ন্যায় আমরা কি আমাদের জীবনে খ্রিস্টের এই সুন্দর গুণাবলীগুলো বাস্তবে পালন করতে পারি না? আমরা কি পারি না নিজেকে একটু নমিত করতে? নমিত হয়ে আমাদের অনেক বৎসরের রাগা-রাগি, মনো-মালিন্য দূর করে দিতে। আমাদের সমাজে আজও ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কত বিচ্ছেদ, হানা-হানি, মামলা-মোকদ্দমা এবং সমাজকে বিভক্ত করে দেওয়ার অনেক উদাহরণ রয়েছে। কই যিশু তো ঈশ্বর পুত্র হয়েও সমতুল্যতাকে ধরে রাখে নি- বরং নমিত হয়ে মানুষ হলেন ও পরের সেবায় জীবন দান করলেন।

প্রভু যিশুর যাতনাভোগের কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও একটু ধ্যান করতে পারি। এই কাহিনী যিশু খ্রিস্টের জীবনের শেষ কয়েকটি দিনের ঘটনা যা আমাদের বিশ্বাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জন্য তিনি কি করেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন বন্ধুর জন্য জীবন দেয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কিছুই নেই, আর যেটা তিনি তার জীবন দানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা, কষ্ট, যাতনা, অপমান, অবহেলা, প্রহার সবই সহ্য করেছেন। তিনি তো মানুষের জন্য দিনের পর দিন মঙ্গলবাণী ঘোষণা করেছেন, রোগীকে সুস্থ করেছেন, পাপী মানুষকে কাছে ডেকেছেন অথচ তাঁর নিজের সমাজের মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁর এত কষ্ট যন্ত্রণা ছিল, যে গেৎসিমানী বাগানে তাঁর ঘর্ম রক্ত হয়ে মাটিতে ঝরে পড়েছে। তিনি মনে মনে আরও বেশি কষ্ট পেয়েছেন যখন দেখেছেন তাঁর অত্যন্ত আপনজনদের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে (যুদাস), আর একজন গুরুকে অস্বীকার করেছেন (পিতর) এবং অন্যান্যরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়েছে। এর চেয়ে বড় কষ্ট কি হতে পারে?

কেউ কি চিন্তা করেছিল যে এইভাবে ঈশ্বর পুত্র যন্ত্রণাভোগ করবে, ক্রুশ বয়ে চলবে এবং শেষে ক্রুশের ওপর জীবন দিবে? কিন্তু হ্যাঁ এটাই সত্য যে- খ্রিস্ট যিশু আমার, আপনার এবং গোটা মানবজাতির জন্য এইভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে যিশুর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়ে ধ্যান করি যেন, ঐশ করুণা ও আশীর্বাদ আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করে। যেন খ্রিস্ট যিশুর স্পর্শে আমাদের পাপময় জীবন পরিবর্তিত হয় এবং আমরা যেন পবিত্র হয়ে ওঠি। আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে এই পুণ্য সপ্তাহে আমরা যেন আরও একটু পুণ্যময়, পবিত্র হয়ে ওঠার শক্তি ও সাহস পাই। আমরা যদি বিশ্বাস নিয়ে যিশুর কাছে নিজেদের উৎসর্গ করি তবে তিনি আমাদের কষ্টের, যাতনার, পাপময়তার জীবনকে পরিশুদ্ধ করে মহা-গৌরবের আশীর্বাদ দান করবেন। আর এর ফলেই তো তো আমরা- শান্তিতে, পবিত্র ভাবে ও মানব সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করতে পারবো। পুণ্য সপ্তাহ আমাদের এ জগতের সকল মানষকে পুণ্যময় করুক॥

পুণ্য বৃহস্পতিবার

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

'খ্রিস্টপ্রসাদীয় ও সেবার আধ্যাত্মিকতা হোক আমাদের জীষ বনের পথ চলা

আজকের শাস্ত্রবাণীতে যাজকীয় জীবনের নির্যাস, সেবা ও আত্মবলিদানের সুর অনুরণিত হয়েছে।

পাস্কা পর্বের আত্মিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

পাস্কা বা নিস্তার পর্ব কি? যিশুর পুনরুত্থান ঘটনার ঐশতাত্ত্বিক পটভূমির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে প্রাচীন সন্ধির নিস্তার পর্ব। এই পার্বণে ইহুদী জাতি স্মরণ করে মিশরীয় দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারের ঘটনা। নিস্তার পর্বকে খামিরহীন (তাড়িশূণ্য) রুটির পর্বও বলা হয়। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার ও রক্ষা করেছিলেন। তাই ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য এই পর্ব পালন করা হয়ে থাকে। ইস্রায়েল জাতি যখন মিশরে বন্দী ছিল, তখন ঈশ্বর মোশী ও হারোনকে নির্দেশ দিলেন যেন প্রত্যেক যিহুদী পরিবার এক বছর বয়সী নিখুঁত পুরুষ ভেড়ার বাচ্চা অথবা ছাগলের বাচ্চা কেটে ভোজন করে *(দ্রঃ যাত্রা ১২:৫)* এবং ভোজন শেতোদের ঘরের দরজা সংলগ্ন খুঁটি ও দরজার কাঠে ঐ বধ করা পশুর রক্ত মাখান হয়। সে রাতেই মৃত্যুদূত মিশরের ওপর দিয়ে যাবার সময় রক্ত মাখানো দরজার ঘরগুলো বাদ দিয়ে অন্যান্য সব গৃহের সকল প্রথমজাত সন্তানকে এবং প্রথমজাত পশু শাবককে হত্যা করে। *(দ্রঃ যাত্রা ১২:১৩)* এতে মিশরীয়রা ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এবং ইহুদীদের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দান করে। এরপর থেকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য ইহুদীরা বংশানুক্রমে নিস্তার পর্ব পালন করে আসছে *(দ্রঃ যাত্রা ১২:২৪)*।

যিশু মেষশাবকের মতই ক্রুশে বলিকৃত হন : আমরা কিভাবে পাস্কা রহস্যের সহভাগী হব?

নিস্তার পর্বের বিশেষ দিক হলো যজ্ঞভোজ। পাস্কা হিব্রু শব্দ পছাহ্ (Pesah) থেকে এসেছে। যার অর্থ পার হওয়া, অতিক্রম করা। পাস্কা পর্ব ইস্রালীয়দের এই বলে দিয়েছিল যে তাদের দাসত্বের কাল, জীবনের তিক্ততা শেষ হতে চলেছে। তাই এই তিক্ত শাক ও খামিরবিহীন রুটি। খামি বিহীন রুটি হলো নতুন শুরুর প্রতীক। তাড়াতাড়ি খেতে হবে এই শাক ও রুটি। তাড়াতাড়ি এই অর্থই বহন করে যে, আর দেরি নেই, মুক্তির সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত সন্নিকট। নিস্তার ঘটনার পূর্বে নিস্তার ভোজ; একইভাবে যিশুও মুক্তিকার্য সাধন করার পূর্বে শেষ ভোজে বসেন। যিশুই বলির ভোজ। এখানে মেষশাবক নয় নিজে বলিকৃত হবেন *(দ্রঃ ইসাইয়া ৫৩: ৯-১০)*। বলির মেষশাবক যিশু ক্রুশে বলিকৃত হন। তাঁরই রক্ত দ্বারা মানবজাতির পাপের কলঙ্ককে ধৌত করা হয়।

"খ্রিস্ট আমাদের নিস্তার পর্বের মেষশাবক যিনি, তিনি কি বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হননি? সুতরাং এসো আমরা এই উৎসব করি পুরানো খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠার খামিরবিহীন রুটি নিয়ে *(১ করি ৫: ৬-৭)*।

যাজক অন্তর আত্মায় মহাযাজক যিশুর রূপে সাদৃশ্যে গঠিত যজ্ঞ নিবেদনই যাজকীয় জীবনের নির্যাস। খ্রিস্টের বেদীতে দৃশ্যত: খ্রিস্টের স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি উচ্চারণ করেন সেই অবিশ্বাস্য নিগূঢ় কথা: "ইহা আমার দেহ, ইহা আমার রক্ত"। খ্রিস্টের জীবন বিসর্জনকারী সেবা হচ্ছে অন্তরে বলিকৃত হওয়া এবং অপরকে হৃদয়ে, প্রতিষ্ঠা করা। দীনতম ভাইবোনদের হৃদয়ে অন্তরে ও মনে বহন করা। খ্রিস্টের এই জীবন বিসর্জনকারী সেবার নীতি একজন যাজক তাঁর জীবনে বাস্তবায়ন করেন।

খ্রিস্টের আত্ম-বলিদানের স্মরণানুষ্ঠানে : বর্তমান জগতের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত

শেষ ভোজে প্রভু যিশু 'ভূমির ফল' ও 'মানুষের শ্রমের ফল' রুটি ও দ্রাক্ষারসের পাত্র হাতে নিয়ে পিতার নিকট ধন্যবাদের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। যজ্ঞোৎসর্গকারী যাজক অর্ঘ্য-প্রস্তুতির সময় অনুরূপভাবে রুটি হাতে নিয়ে বলেন ঃ "হে প্রভু তুমি ধন্য! তোমার ভূমির ফল আর মানুষের শ্রমের ফল এই রুটি তোমার কাছে এনেছি। এ হবে জীবনময় খাদ্য।" একইভাবে পানপাত্র হাতে নিয়ে তিনি "ভূমির ফল আর মানুষের শ্রমের ফল" দ্রাক্ষারসের জন্য ধন্যবাদ জানান, যেন তা হয়ে ওঠে "জীবনময় পানীয়"। খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনায় যাজক কর্তৃক 'প্রতিষ্ঠাবাক্য' উচ্চারণের দ্বারা এই রুটি ও দ্রাক্ষারস হয়ে ওঠে স্বয়ং যিশুর দেহ ও রক্ত।

বর্তমান পৃথিবীতে যখন অসংখ্য মানুষ যারা 'খ্রিস্টদেহের অঙ্গ' অথচ তারা ন্যূনতম খাদ্য থেকে বঞ্চিত তাদের প্রতি সেবা-দায়িত্ব পালনই হলো প্রকৃত 'খ্রিস্টপ্রসাদীয় আধ্যাত্মিকতা'। খ্রিস্টযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অভাবী মানুষের প্রতি সেবাকাজ ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত তাঁর ঐশতাত্তিক ভিত্তি হল এই যে, খ্রিস্ট প্রভু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রিক্ত করেছেন এবং মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তাঁর 'মাংস' ও 'রক্ত' সহভাগিতা করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হল– প্রভু যিশু "তাঁর স্মরণে" যে "অনুষ্ঠান" করার নির্দেশ দিয়েছেন তা শুধুমাত্র রুটি ও দ্রাক্ষারসের অর্ঘ্য নিবেদন করা ও তা গ্রহণ করা নয়। তিনি যেভাবে নিজেকে "টুকরো-টুকরো" ক'রে বিলিয়ে দিয়েছেন সেরূপ মণ্ডলী (অর্থাৎ বিশ্বাসী সমাজ), দীন-দরিদ্র ও অভাবী মানুষের সেবাকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশও দিয়েছেন। যে সেবাকাজের জন্য খ্রিস্ট মণ্ডলীতে যার-যার সামর্থ অনুযায়ী দান উৎসর্গ ও তা থেকে এরূপ সেবাকাজ করার ঐতিহ্য বিদ্যমান রয়েছে। এ বিষয়টি প্রেরিতশিষ্যগণ ও আদি মণ্ডলীর বিশ্বাসীগণ ভালভাবে বুঝেছিলেন *[শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭]*।

খ্রিস্টযাগে আমরা কালভেরীতে ক্রুশে যিশুর আত্মবলি নিবেদনের স্মরণোৎসব করি। খ্রিস্টযাগের স্মরণানুষ্ঠান ও জীবনের বাস্তবতার মধ্যে মিল খুঁজে আমাদের দেখতে হবে। খ্রিস্টযজ্ঞের অনুষ্ঠান 'খ্রিস্টযাগ [খ্রিস্টপ্রসাদ] ও সামাজিক ন্যায্যতা' নিয়ে অনুধ্যান করতে জোর তাগিদ দেয় ।

"যে-রাত্রিতে প্রভু যিশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি হাতে একখানা রুটি নিলেন; তারপর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলেন; তারপর তিনি বললেন : "এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্যে। তোমরা আমার স্মরণেই এই অনুষ্ঠান করবে।" *[১করি ১১:২৩-২৬]*

সেবার আধ্যাত্মিকতা হোক আমাদের জীবনের পথ চলা

"প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। আমি তোমাদের জন্যে যেমনটি করলাম, আমি চাই, তোমরাও ঠিক তেমনটি করবে" *(যোহন ১৩: ১৪-১৫)*। এই বাণীতে সেবাদানকারী নেতৃত্বের (Servant leadership) কথা ব্যক্ত হয়েছে। তাই আমাদের দেখতে হয় খ্রিস্টের সেবা কাজকে আমরা আমাদের প্রৈরিতিক কাজ হিসেবে গ্রহণ করছি কিনা?

মানব পুত্র সেবা পেতে নয়, এসেছেন সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বির্সজন দিতে" *(মথি ২০:২৮)*। আসুন যিশুর বাণী বার বার স্মরণ করি এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে ধ্যান করি : "খ্রিস্টের জীবন বিসর্জনকারী সেবা হচ্ছে অন্তরে বলিকৃত হওয়া এবং অপরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা। দীনতম ভাইবোনদের হৃদয়ে অন্তরে ও মনে বহন করা।

সেবাদানকারী নেতৃত্ব

"তিনি তখন খাওয়ার আসন থেকে ওঠে গায়ের জামাটা খুলে রাখলেন এবং একটা গামছা নিয়ে কোমরে জড়ালেন। তারপর একটা পাত্রে জল ঢেলে তিনি শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে আরম্ভ করলেন" *(যোহন ১৩:৪)*। (JESUS STOOD TO HUMBLY SERVE)

আমাদের ক্ষমতার দাপট, সম্মান, মান মর্যাদা, খেতাব, উপাধি আখ্যা পরিত্যাগ করতে হবে। আসন ত্যাগ করে দীন অসহায় মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

কি বার্তা দিয়ে যায় পুনরুত্থান উৎসব?

(Breaking the bread) "যিশু সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলেন।" ভাই মানুষের সেবার তরে, আমি আপনি কি নিজেকে রিক্ত করে, আত্মত্যাগ জীবন বিসর্জন দেই? আসুন আমরা খ্রিস্টের এই জীবন বিসর্জনকারী সেবার নীতি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করি ও অনুভূতি নিয়ে চলতে শিখি॥

(পূর্ব প্রকাশিত - সংখ্যা ১১, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ)

পুণ্য শুক্রবারের অনুধ্যান

ফাদার অপু এস রোজারিও সিএসসি

ইসাইয়া ৫২: ১৩-৫৩: ১২
হিব্রু ৪: ১৪-১৬, ৫: ৭-৯
যোহন ১৮: ১-১৯: ৪২

আজকের দিনটিকে ইংরেজিতে আমরা বলি 'গুড ফ্রাইডে' অর্থাৎ শুভ বা মঙ্গলকর শুক্রবার। যে দিনে স্বয়ং ঈশ্বর ধরায় এসে আমাদের পাপের জন্য সবথেকে নিষ্ঠুরতম মৃত্যুবরণ করলেন সেই দিনটিকে আমরা কিভাবে শুভ দিন বলি? কারণ এই দিনের জন্যই আমাদের পরিত্রাণ সম্ভব হয়েছিল। কারণ যিশু যদি মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান না-ই করতেন তাহলে বৃথাই হল আমাদের ধর্মবিশ্বাস। ক্রুশ ব্যতীত যেমন মুক্তি সম্ভব নয় তেমনি পুণ্য শুক্রবার ব্যতীত পুনরুত্থান রবিবারেরও অস্তিত্ব নেই। ক্রুশ ব্যতীত মুক্তি কখনোই সম্ভব হতো না "কারণ পাপের বেতন মৃত্যু" *(রোমীয় ৬: ২৩)*। আর আমাদের পাপের ফল অর্থাৎ বেতন খ্রিস্ট ক্রুশে ভোগ করলেন যা হল ঈশ্বরের ভালোবাসার এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু, আজকের দিনে কেন আমরা শোক প্রকাশ করি, কেনই বা উপবাস করি? দুই হাজার বছর পূর্বে খ্রিস্ট আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন সেজন্যে? অবশ্যই শুধু তা নয়! আমরা শোক প্রকাশ করি, উপবাস করি কারণ, আজও আমরা প্রতিদিন খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করি, আজও আমরা সেই বন্ধনে জড়িয়ে আছি যে বন্ধন থেকে খ্রিস্ট তাঁর যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে মুক্ত করেছেন, আজও আমরা প্রতিদিন খ্রিস্টকে একটি পুণ্য শুক্রবার উপহার দেই আমাদের পাপের মধ্যদিয়ে। তাই এই দিন মানবজাতির শত্রু শয়তানকে লজ্জায় ফেলে দেওয়ার দিন, কারণ যিশু এই দিনে মৃত্যু ও পাপের শক্তিগুলোকে চিরকালের মতো পরাজিত করেছেন।

প্রথম পাঠে প্রবক্তা ইসাইয়া ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, "সে মহীয়ান হয়ে উঠবে, তাঁকে উর্ধ্বে উন্নীত করা হবে, প্রতিষ্ঠিত করা হবে সুউচ্চ আসনে।" আজ আমাদের পাপের জন্য আমাদের মুক্তির রাজাকে ক্রুশ দ্বারা উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কোথায় সেই রাজার সিংহাসন, কোথায় তাঁর রাজমুকুট। ক্রুশ হল তাঁর সিংহাসন, রাজমুকুট, তাঁর কাঁটার তৈরি, যন্ত্রণার তৈরি। এই ক্রুশই তাঁর সিংহাসন কারণ এই ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যু শুধু নাজারেথের মানবীয় যিশুর মৃত্যু নয় বরং তাঁর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আমাদের সমস্ত পাপ মৃত্যুবরণ করেছে। আর যেখানে পাপের মৃত্যু সেখানেই খ্রিস্টের রাজত্বের সূচনা। তাই ক্রুশ হল আমাদের রাজার আসন। যা আমাদের মানুষের সাধারণ চিন্তার উর্ধ্বে। আমরা সবাই ঠিক এমনিভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে রাজার সম্মান পেতে পারি যদি আমাদের জীবনের সকল কষ্টের জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ না করে বাধ্যতার সাথে তা গ্রহণ করি।

পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন গ্রন্থগুলিতে যিশুর পবিত্র ক্রুশের প্রতিচ্ছবি আমরা লক্ষ্য করি : যে কাঠের উপর আব্রাহাম তাঁর একমাত্র ছেলেকে শুইয়ে রেখেছিলেন, যে কাঠ দিয়ে নৌকো তৈরি করে নোওয়া ও তাঁর পরিবারেরর সবাই জলপ্রলয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল, মোশীর সেই পাঁচনি, যা দিয়ে তিনি ফারাওর সামনে অগণিত অলৌকিক কর্ম সাধন করে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করেছিলেন, কাঠের তৈরি আরোনের সেই পাঁচনি যা একদিন ফুল ফোটাচ্ছিল, যিশুর ক্রুশ হল সকল চিহ্নের পরিপূর্ণতা। কারণ ওসব চিহ্নের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টের ক্রুশ শুধু একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেই রক্ষা করে না রবং করছে সকল মানুষকে চিরকালের মতো।

তাই খ্রিস্ট মণ্ডলীর একমাত্র প্রতীক হল প্রভু যিশু খ্রিস্টের ক্রুশ, যদিও ইহুদিদের কাছে তা ছিল অপমানের চিহ্ন, ঘৃণার চিহ্ন। কিন্তু, যিশু সেই নিকৃষ্টতম, অপমানজনক যন্ত্রণাকেই গ্রহণ করেছেন এবং আমাদেরকে দেখিয়েছেন পাপের ফল কত ভয়ংকর। যেন আমাদের সেই ফল ভোগ না করতে হয়। আমরা আমাদের জীবনে বিভিন্নভাবে ক্রুশের সম্মুখীন হই। প্রথম, প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে আমাদের জীবনে যাকিছু ঘটে, যেমন: অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং মৃত্যু। দ্বিতীয়, আমরা যখন বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্বগুলো পালন করি, তখন আমাদেরকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন : অকারণে মানুষের নিন্দার কারণ হতে হয়, কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা নেয় প্রভৃতি। তৃতীয়, আমাদের শত্রুরা এমনকি বন্ধুরাও আমাদের কাছে ক্রুশ এগিয়ে দেয়। চতুর্থ, আমরা নিজেরাই অনেক সময় নিজেদের জন্য ক্রুশ সৃষ্টি করি, যেমন: আমাদের উদাসীনতার, অমনোযোগীতার কারণে অথবা বদঅভ্যাসের শিকার হয়ে আমরা নিজেদের ও অন্যদের কাছে ক্রুশ হয়ে দাঁড়াই। কিন্তু, আমরা যখন সচেতনতার সাথে তাঁর অনুসারী হয়ে এই ক্রুশ বহন করি, তখন একই ক্রুশের উপর-নিচের কাঠটি আমাদের কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসার উচ্চতা ও গভীরতা তুলে ধরে, আবার পাশাপাশি কাঠটি এই ভালোবাসার প্রসারতা ব্যক্ত করে।

আমাদের জীবনের ক্রুশ নিয়ে একটি ছোট গল্প : এক ব্যক্তি তার জীবনের কষ্ট ও যন্ত্রণার জন্য বারবার খ্রিস্টকে দোষারোপ করছিলেন এবং বলছিলেন কেন তুমি আমাকে এতো কষ্ট দিচ্ছ এই যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না, আমার কাছ থেকে এই ক্রুশ নিয়ে নাও। যিশু তাকে তখন দেখা দিলেন এবং একটি ঘরে নিয়ে গেলেন যেখানে হাজার রকমের ক্রুশ রয়েছে। যিশু তাকে বললেন, এখান থেকে একটি ক্রুশ তোমার পছন্দমতো বেছে নাও। তিনি সেখান থেকে একটি ছোট ক্রুশ বেছে নিলেন কিন্তু, সেটা ছিল ব্রঞ্জের তৈরি। তাই তিনি সেটা ওঠাতে পারলেন না। পরে তিনি একটি সোনার ক্রুশ বেছে নিলেন। কিন্তু, সেটা এতো বড় ছিল যে তিনি ওঠাতে পারলেন না। অনেকগুলো পরীক্ষা করার পর তিনি ঘরের কোনায় একটি ক্রুশ দেখতে পেলেন সেটাকে তিনি উঠিয়ে দেখলেন সেটি হালকা ও বহনীয়। তাই তিনি যিশুকে বললেন, আমি এই ক্রুশটাই নিবো কারণ আমি এটা বহন করতে পারি। যিশু তাকে বললেন, এটাই সেই ক্রুশ যে ক্রুশ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু, তুমি অন্যদের সাথে তুলনা করে নিজের ক্রুশের ভার বাড়িয়ে তুলেছিলে। তাই, এই ক্রুশটাই তোমার কাছে তখন ভারি মনে হচ্ছিল।

একজন দুর্বল মানুষ হিসেবে আমাদের জন্য যিশু আমাদের যতটুকু সাধ্য তার থেকে বড় বোঝা দেন না। তাই আমরা যেন যিশুকে কিংবা ভাই-বোনদেরকে জীবনের সামান্য কোনো কষ্টের জন্য দোষারোপ না করি বরং খ্রিস্টের মতো বাধ্যতার সাথে তা বহন করি। যেন এই কষ্টগুলোই ক্রুশের মতো আমদের জীবনে পরিত্রাণ নিয়ে আসে। ক্রুশ ছিল জগতের কাছে ঘৃণার প্রতীক, একইভাবে পাপময় মানবজীবন হল ঈশ্বর ও মানুষের কাছে ঘৃণার জীবন। যিশুর ক্রুশারোপন ক্রুশকে একটি নতুন পরিচয়ে পরিচিতি দান করেন তেমনি যিশুর দেহধারণও মানুষকে নতুন পরিচয় দান করেন ঐশ্ব-সন্তান হিসাবে মর্যাদা দান করেন। যিশুর ক্রুশ মৃত্যু যিশুর আগে বা পরে যারা লজ্জাজনক ক্রুশ মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকেও তিনি গৌরবান্বিত করেছেন। সেই সাথে সেই চোর যিশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই দিনই যিশুর সাথে স্বর্গে গিয়েছিলেন। চোর হয়েও যিশুর ক্রুশারোপনের কারণে সরাসরি স্বর্গলাভের যোগ্য হয়েছিলেন।

ক্রুশের উপরে টাঙ্গানো দোষনামা মূলত যিশুর রাজা হিসাবে স্বীকৃতি। দোষনামায় লেখা হয়েছিল "নাজারেথের যিশু, ইহুদীদের রাজা"। এ দোষনামাই যিশুকে মানুষের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বাসে আমরা যিশুকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করি। ক্রুশ হল রাজার আসন তাই তো ক্রুশ গৌরবের চিহ্ন। আজও বিশ্বে অনেক স্থানে বিশ্বাসের জন্য মানুষকে ক্রুশে হত্যা করা হয়। বিশ্বাসীগণ তাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান করেন। আমাদের জীবনে ক্রুশ কি? হিংসা, স্বার্থপরতা, কামুকতা, লোভ, অহংকার না আরও কিছু, এ ক্রুশ আমাদের বইতে হবে, কালভেরীর যাতনা আমাদের ভোগ করতে হবে। যাতনাভোগ ছাড়া পুনরুত্থান নেই। তবে জগতের যাতনাভোগ নরকের যাতনাভোগের চেয়ে অনেক কম ও মধুময়। আমাদের সদিচ্ছা আমাদের যাতনাকে মধুময় করতে পারে। ক্রুশ হল মুক্তিলাভের হাতিয়ার। যুদ্ধ করতে যেমন হাতিয়ার প্রয়োজন তেমনি মুক্তির জন্য ক্রুশের প্রয়োজন। ক্রুশ আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে। ক্রুশ হল একটি ব্রীজ বা সেতু যা স্বর্গ ও পৃথিবীকে যুক্ত করেছে। যিশুর ক্রুশ কাঁধে আমাদের পথ দেখিয়েছেন আমাদের নিজের ক্রুশ তুলে তাঁর অনুসারী হতে বলেছেন।

ক্রুশের উপরে খোলা দু'বাহু যেন ভালোবাসার আহ্বান। যিশু ক্রুশের উপরে উঠেছেন যেন সকলকে তাঁর কাছে টেনে নিতে পারেন। তিনি সবাইকে আহ্বান করেন শুধু ইহুদী বা খ্রিস্টানদের নয় বরং জগতের সকল জাতিকে তিনি তাঁর কাছে আনতে চান। যিশু ক্রুশের পথ বেয়ে ক্রুশ নিয়ে কালভেরীতে গিয়েছেন আর আমরা ক্রুশের সিড়ি বেয়ে স্বর্গে পৌঁছাতে চাই যেন সেখানে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই। যিশু তাঁর জীবন ও কর্মে সবাইকে ভালোবেসেছেন তাই ক্রুশ এখনো আমাদের ভালোবাসার সেই একই বার্তা দিয়ে যাচ্ছে। ক্রুশে উঠেও যিশু আমাদেরকে তাঁর কাছে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন– সিদ্ধান্ত আমাদের! ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেই যিশু নিজ রক্তমূল্যে সকল মানবের পাপ নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন, গৌরবান্বিত হয়েছেন ও আমাদের সবাইকে ক্রুশের দিকে টেনে এনেছেন। তাই ক্রুশ চুম্বনের মধ্যদিয়ে আমরা যেমন প্রকাশ করি ক্রুশের প্রতি আমাদের ভক্তি ভালোবাসা, তেমনি ক্রুশের পথে চলার মধ্যদিয়ে লাভ করি পাপের ক্ষমা ও যিশুর বিশেষ কৃপা-অশীর্বাদ। আজ প্রভু যিশুর ক্রুশ-স্পর্শে, চুম্বনে আমাদের জীবন হোক পুণ্য-পবিত্র ও ধন্য॥

দুই আদমের সাক্ষাৎ
‘ডিভাইন অফিস’ থেকে পুণ্য শনিবারের অনুধ্যান

আজ কি ঘটছে? সারা পৃথিবীর বুকে আজ নেমে এসেছে নীরবতা! গভীর এক নীরবতা ও নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, কেননা আজ যে মহান রাজা ঘুমুচ্ছেন! তাঁর মৃত্যুতে সার া পৃথিবী হয়েছিল ভীষণ ভয়ে দিশেহারা ও নিথর, আর এখন নেমে এসেছে এই গভীর নিস্তব্ধতা! কারণ স্বয়ং ঈশ্বর আজ মানব-দেহে ঘুমিয়ে আছেন! তিনি কি সত্যি ঘুমোচ্ছেন? না, তিনি আজ জাগিয়ে তুলছেন সেই সব মৃত মানুষদের, যারা বহু যুগ ধরে ঘুমিয়ে আছে। ঈশ্বরপুত্র মানব-দেহে মৃত্যুবরণ করলেন, আর সমস্ত পাতালপুরী হল প্রকম্পিত!

সত্যিই, আমাদের প্রথম পিতামাতা, যারা হারিয়ে যাওয়া মেষেরই মতো, তিনি তাঁদের সন্ধান করতে গেলেন সেই অধলোকে। তিনি চাইলেন তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে, যারা বসে আছেন মৃত্যুর অন্ধকার ছায়ার মধ্যে। তিনি পাতালে অবরোহণ করলেন, সেখানে বন্দী হয়ে পড়ে থাকা আদম ও তাঁর সঙ্গিনী হবাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে, কেননা তিনি যেমন স্বয়ং ঈশ্বর, তেমনি আবার আদমেরও পুত্র!

খ্রিস্টপ্রভু সেই পাতালে অবরোহণ করলেন তাঁর বিজয়ী অস্ত্র, সেই ক্রুশটি হাতে নিয়ে। সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম যখন দেখতে পেলেন বিজয়ী দ্বিতীয় আদম এগিয়ে আসছেন, তখন তিনি তাঁর নিজের বক্ষে করাঘাত করতে করতে সেখানকার সবাইকে ডেকে বললেন : “আমার প্রভু তোমাদের সকলের সহায়!” (My Lord be with you all!) খ্রিস্ট তখন প্রত্যুত্তরে আদমকে বললেন : “এবং তোমারও সহায়!” (And with your spirit!)। সাথে সাথে আদমের হাত ধরে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন, আর বললেন : “হে ঘুমন্ত মানব, জেগে ওঠ এবার, মৃত্যুলোকের অন্ধকার থেকে উত্থিত হও তুমি, খ্রিস্টই এখন তোমাকে দান করবেন জীবনের আলো!”

“আমি তোমার ঈশ্বর, আমি তোমার জন্যই, তোমারই পুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছি। আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরগণ, যারা এই কারাগারে বন্দী হয়ে আছ, তোমাদেরকে এখন অধিকার নিয়ে বলছি ও আদেশ করছি : তোমরা বেড়িয়ে এসো! যারা পড়ে আছ অন্ধকারে : তোমরা এখন গ্রহণ কর আলো, যারা ঘুমিয়ে আছ : তোমরা এবার জেগেই ওঠ!

“আমি তোমাদের আদেশ করছি : জেগে ওঠ, যত ঘুমিয়ে পড়া মানুষ। অধলোকের কারাগারে বন্দী হয়ে পড়ে থাকার জন্যে তো আমি তোমাদের সৃষ্টি করিনি! মৃত্যু থেকে এবার জেগে ওঠ তোমরা; কারণ আমিই তো মৃতদের জীবন! জেগে ওঠ হে মানব, তোমরা তো আমারই হাতের কাজ, আমারই প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট যারা, তোমরা সবাই জেগেই ওঠ! জেগে ওঠ সবাই, চল এখান থেকে আমরা এখন যাই; কেননা তোমরা তো আমারই মধ্যে আছ, আর আমিও আছি তোমাদের মধ্যে, আমরা যে দুজন মিলে এক অখণ্ড সত্তা!

“তোমারই জন্যে, আমি তোমার ঈশ্বর হয়েও তোমার পুত্ররূপে জন্ম নিলাম; তোমারই জন্যে তোমার প্রভু হয়েও তোমারই স্বরূপ গ্রহণ করলাম; দাসেরই স্বরূপ গ্রহণ করলাম! তোমারই জন্যে এই যে-আমি, ঊর্ধ্বলোকেই যাঁর আবাস, সেই আমাকে নেমে আসতে হল মর্ত্যলোকে; তোমারই জন্যে হে মানব, আমি হলাম এক সহায়হীন মানুষ, তথাপি মৃতদের মধ্যে আমি মুক্ত! তোমাকে যে সেই সুন্দরতম বাগান পরিত্যাগ করতে হল–সেই তোমারই জন্য, তোমার সেই অপরাধেরই জন্য আমাকে কি না আর একটি বাগান থেকে ইহুদীদের হাতে তুলে দেওয়া হল, অবশেষে আর একটি বাগানে আমাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হল!

“হে মানব, দেখ একবার, আমার মুখমণ্ডলে ছুঁড়ে দেওয়া ঘৃণা-মাখা থুতুর দিকে, যা আমাকে গ্রহণ করতে হল তোমারই জন্যে—যেন তোমাকে আমি আবার সেই সৃষ্টিলগ্নের স্বর্গীয় মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি। চেয়ে দেখ আমার গালের উপর চড়-থাপ্পরের দাগ গুলোর দিকে, যা আমি গ্রহণ করেছি তোমার বিকৃত হয়ে যাওয়া অবয়বটিকে যেন আমারই প্রতিমূর্তিতে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।”

“তাকিয়ে দেখ একবার কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত আমার পিঠের দিকে, যে আঘাত আর ক্ষত আমি গ্রহণ করেছি যেন তোমার পিঠের ওপর চেপে বসা যত পাপের বোঝা আমি আমারই পিঠে বহন করে দূরে ফেলে দিতে পারি। আমার হাত দুটি দেখ—যে হাত দুটি তোমারই মুক্তির জন্য ক্রুশের সাথে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল! আর তা করা হলো কারণ তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে নিষিদ্ধ গাছটির ‘ফল’-রূপ মন্দতাকে ধরবার জন্য!

“আমি ক্রুশের উপর চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম, আর দেখ, তোমারই জন্যে একটি বর্শা দ্বারা আমার বুকের পাশটি বিদ্ধ করা হল, কারণ তুমি স্বর্গোদ্যানে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আর তখন তোমার কুক্ষিদেশ থেকে জীবন দান করা হল তোমার সঙ্গিনী হবাকে। বর্শার আঘাতে বিদ্ধ আমার বুকের পাশটির ক্ষত দ্বারা তোমার কুক্ষিদেশের সেই ক্ষত এভাবেই সারিয়ে তুললাম আমি। ক্রুশের উপর আমার ঘুমিয়ে পড়া ছিল অধোলোকে ঘুমন্ত তোমার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যই; আমার বুকের পাশটি বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করা হল, যে-তলোয়ার তোমাকে সেই স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়িত করেছিল, সেটিকে প্রতিহত করার জন্যে।

“কিন্তু এবার ওঠ, চল আমরা এখান থেকে যাই! সেই মহাশত্রু তোমাকে একদিন স্বর্গীয় বাগান থেকে এই অধোলোকে নামিয়ে এনেছিল; কিন্তু আমি এখন তোমাকে তোমার হারানো মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব, তবে সেই পুরনো বাগানে আর নয়—স্বর্গীয় সিংহাসনেই! ওহে জীবনবৃক্ষ, আমি তোমাকে অস্বীকার করেছি, তুমি ছিলে মাত্র একটি প্রতীক, কিন্তু আমি তোমাতে যুক্ত হয়েছি, কেননা আমি নিজেই যে জীবন। হে আদম, যে-স্বর্গদূতগণ তোমাকে একদিন স্বর্গোদ্যান থেকে একজন দাসের মতো বিতাড়িত করেছিল, আমি কিন্তু এখন সেই স্বর্গদূতগণকেই তোমার প্রহরীরূপে নিযুক্ত করেছি, যেন স্বয়ং ঈশ্বরকে তাঁরা যেভাবে পূজা করে, ঠিক সেভাবেই তাঁরা এখন তোমারও পূজা করে।

“স্বর্গলোকের সিংহাসন এখন প্রস্তুত করা হয়েছে, সকল সেবাকারীগণ প্রস্তুত রয়েছে সেবা করার জন্যে এখন বরের জন্য বাসরঘরটিও সাজানো রয়েছে, স্বর্গীয় বিবাহ-ভোজের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা হয়েছে। শাশ্বত গৃহ আর তার যত কক্ষগুলো বরকে বরণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে; উত্তম সমস্ত কিছুর ভাণ্ডার খুলেই দেওয়া হয়েছে। স্বর্গীয় রাজ্য তো প্রস্তুত করে রাখাই আছে সর্বযুগের পূর্ব থেকে!”

মূল : ***Ancient Homily***, Divine Office, Second Reading of the Office of Readings, Holy Saturday

(প্রাচীন উপদেশ, পুণ্য শনিবারের “অফিস অফ রিডিংস”-এর দ্বিতীয় পাঠ)

ভাবানুবাদ : ফাদার ই.জে. আনজুস সিএসসি॥

(পূর্ব প্রকাশিত - সংখ্যা ১৪, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)

পুণ্য সপ্তাহ ও সিনডাল মণ্ডলী

ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

মাহেন্দ্রক্ষণ বলে একটা বাংলা শব্দ আমরা বিশেষ বিশেষ সময় ব্যবহার করে থাকি। যা দিয়ে আমরা গুরুত্বপুর্ণ এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটা মুহূর্ত বা সময়কে ইঙ্গিত করি। মাহেন্দ্র হলো মহেন্দ্র। মহেন্দ্র হলো ইন্দ্রদেবতা। ক্ষণ হলো সময় যা একটা শুভযোগ, শুভমুহূর্ত, শুভমিলন। ইন্দ্র দেবতার সাথে ভক্তের শুভ মিলন হলো মাহেন্দ্রক্ষণ যা পবিত্র ও পরমারাধ্য একটা সময়। আমরা এই সময়টায় দেখছি মুসলমানরা মাহে রমজানে সময় কাটাচ্ছে। অর্থ্যাৎ রোজার মাস। তাদের জন্য এই সময়টাও খুবই তাৎপর্যপুর্ণ সময়, পবিত্র সময়। আর আমরা যে সময়টায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি বা আজ থেকে অবস্থান করতে যাচ্ছি এটা আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত পরমারাধ্য একটা সময়, আশীর্বাদিত সময়, পবিত্র সময়, মহৎ এক সময়। আমরা যাকে বলি পুণ্য সপ্তাহ, মহা সপ্তাহ।

আমাদের জন্য সারা বছরের ৫২ টা সপ্তাহের মধ্যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। Holy Week with holiest days। প্রথম তিন দিন পুণ্য আর পরবর্তী তিনটা দিন পুণ্যতম। যাকে আমরা Tridum হিসাবে উদ্‌যাপন করি। এটা আমাদের জন্য মাহেন্দ্রক্ষণ (most auspicious conjunction)। খ্রিস্টদেবতা যিশুর সাথে আমাদের মহামিলনের শুভযোগ। কারণ এই সময়েই আমরা মানবজাতির মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের এই জগতে তার জীবনের মানব মুক্তির চূড়ান্ত, শীর্ষ ও মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ, চরম অথচ কালজয়ী ঘটনাগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে গেৎসেমানি বাগান থেকে খুলিতলা পর্যন্ত একত্র যাত্রা করি। এই যাত্রা ছিল মানব ইতিহাসে এই জগতে মানবরূপী ঈশ্বরের কঠিনতম যাত্রা, নিষ্ঠুরতম যাত্রা, নির্মমতম যাত্রা, নিপীরিত ঈশ্বরের অসহায় যাত্রা যার চূড়ান্ত লক্ষ্য মানব মুক্তি, মানব পরিত্রাণ। এই সময়ে প্রতিটা মুহূর্তে তার সাথে একাত্ম হয়ে, প্রতিটা ঘটনায় অংশগ্রহণ করে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মহাদান মানবমুক্তি, নব জীবন ও শান্তির বারতা নিয়ে প্রেরিত হই জগতের প্রান্তে প্রান্তে।

এই সময়ের যিশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো, মুহূর্তগুলোই আমাদের বিশ্বাস তত্ত্বের ও মহা সত্যের মুল উপকরণগুলোর সাথে আমাদের শুভযোগ ও শুভমিলন। যেগুলো নিয়ে আমরা বিশ্বাসী ভক্তজনগণ স্মৃতিচারণ করি, মিলোৎসব করি। কিন্তু একটা বিষয় সামনে এসে যায় এবং একটা প্রশ্নের সম্মুখীন করে আর তা হলো যিশুর জীবনের যে ঘটনাগুলো নিয়ে আমরা এই পুণ্যকাল বা পুণ্য সপ্তাহটা উদ্‌যাপন করি তার যে লক্ষণগুলো তাতে কি এই সময়টা পুণ্য বলে দাবী করার মত? যে ঘটনাগুলোতে রয়েছে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, যন্ত্রণা, অত্যাচার-নির্যাতন, দুঃখকষ্ট, ক্রুশ, মৃত্যু, শোক, কবর, শুন্যতা। যার জন্য যে সময়টাকে আমরা বলি মহা শোকের, যাতনাভোগের সপ্তাহও।

জাগতিক চিন্তা ও মূল্যবোধের দৃষ্টিতে এইগুলোতে গৌরব-প্রশংসার তো কিছু নেই বরং যা অনাকাংখিত অবাঞ্ছিত। এই তালপত্র রবিরাব থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত খ্রিস্টের সাথে আমাদের এই যাত্রায় কি দেখি? দেখি যেমন আমরা পুণ্য সোমবার মঙ্গলবার শুনলাম যুদা ইস্কারিয়তের হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠা। টাকা চুরির ধান্ধায় থাকা যুদা মারীয়া মাগদালেনার যিশুর প্রতি সুগন্ধি তেলে তার পায়ে মাখিয়ে দেওয়ার সেই ভক্তির-ভালোবাসার অঞ্জলিকে টাকার অপচয় হিসাবে দেখেছে। যে যুদা টাকার মোহে অন্ধ হয়ে তার পরম গুরু যিশুকে বিক্রি করে দেবার জন্য এতটুকু দ্বিধা করেননি। যে যুদা গোপনে শাস্ত্রী-ফরিসীদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং তিরিশ টাকার বিনিময়ে তার পরম গুরু যিশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেন। এ তো এক মহা শঙ্কার খবর। যার জন্য এই পুণ্য সপ্তাহের মধ্যে পুণ্য বুধবারকে বলা হয় Spy Wednesday গুপ্তচর ও ষড়যন্ত্র দিবস।

এই যুদার বিশ্বাসঘাতকতা কেমন ছিল আমাদের বাঙালিদের জন্য তা বুঝা খুব সহজ। কারণ আমাদের নিজেদের ইতিহাসে এর কয়েকটা ঘটনাই যথেষ্ট। বিশ্বাসঘাতক মীর-জাফরের ঘটনা আমরা জানি। ব্রিটিশদের সাথে হাত মিলিয়ে নবাব সিরাজদৌলার সাথে যার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পতন ঘটে। আর আমরা ব্রিটিশদের পরাধীনতায় পরলাম। আমাদের বাংলার ইতিহাসে খন্দকার মুশতাক-এর কথা জানি। যার বিশ্বাসঘাতকতায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো এবং হত্যার পর সেই হত্যাকারীদের যে সূর্যসন্তান 'sons of sun' হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতা হলো সবচেয়ে আস্থাভাজন ব্যক্তির অবিশ্বস্ততা, অসততা ও স্বার্থসিদ্ধি লাভের উদ্দেশে কারো প্রতি অনানুগত্য হয়ে এমন ষড়যন্ত্র করা ও তার ক্ষতি সাধন করা। ঈশ্বরের সাথে অহঙ্কারী দেবদূতের বিদ্রোহের ঘটনার পর পরিত্রাণের নবযুগে সেই ঈশ্বর পুত্রের সাথে দ্বিতীয় আর এক ঘটনা হলো যুদার এই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা।

এই মাহেন্দ্রক্ষণেই আমরা দেখি মহাগুরু যিশুকে পিতরের অস্বীকৃতি। বিপদ দেখে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তিন তিনবার তার পরমগুরু যিশুকে অস্বীকার করে বসলেন। তারপর দেখি আসল ট্র্যাজেডী...মানুষের আরো ভয়ানক রূপ... মানবরূপী ঈশ্বরকে পিটানো হলো, মানবরুপী ঈশ্বরকে অপমান করা হলো, নির্যাতন করা হলো, মানবরুপী ঈশ্বরকে হত্যা করা হলো, মানবরূপী ঈশ্বরকে কবর দিয়ে ভাবা হলো ঈশ্বরের পরাজয় ঘটেছে। তাই Good Friday-তে আমরা ঈশ্বরের মৃত্যু দিবস পালন করি। তারপর এই মাহেন্দ্রক্ষণেই মানবরূপী ঈশ্বর তিনদিন কবরে রইলেন। মনে হলো জগত-সংসার ঈশ্বর শুন্য হয়ে পরল। যার জন্য এই পুণ্য শনিবারটা পুরোটাই Black out। যাকে Black dayও বলে থাকি। প্রশ্ন হলো - যে সময়ে দেখি ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, যে সময়ে রয়েছে যিশুর কষ্ট যন্ত্রণা, অত্যাচার, নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনা, যে সময়ে রয়েছে যিশুর লজ্জাজনক ক্রুশীয় মৃত্যুর মহা শোক তাহলে এইসব জড় জাগতিক মানদণ্ডে কি বলতে পারি এই সময়টা আসলেই পুণ্য, পুণ্যতম, শুভম সুন্দরম?

অন্য দিকে এই প্রশ্নটাও তো রয়েছে তবে কেন পুণ্যতম? আমরা ঈশ্বরকে যতই পিটাই, যতই অপমান করি, ক্রুশে ঝুলিয়ে তামাশা-অপমান করি, খুন করে কবর দিয়েও ফেলি কিন্তু ঈশ্বর তো এই জড়-জগতের উর্ধ্বে, ভালোবাসায়-ক্ষমায়-মহত্ত্বে শীর্ষে। কারণ মানবরুপী ঈশ্বর যে তার এই যন্ত্রণা দ্বারা, কষ্ট দ্বারা, ক্রুশীয় লজ্জাজনক মৃত্যু দ্বারা, এই জীবন বিসর্জন দ্বারাই জগতকে কিনে নিয়েছেন। যার জন্য আমরা স্বীকার করে বলি, 'হে খ্রিস্ট আমরা তোমার পুজা ও ধন্যবাদ করি ..কারণ তুমি তোমার পবিত্র ক্রুশ দ্বারা এই জগত নিষ্ক্রয় করিয়াছ"। কারণ এই মহা ক্রান্তির ও মহা ভ্রান্তির মধ্যেই রয়েছে মানবের মহামুক্তি ও পরিত্রাণ, অসত্যের উপর মহা সত্যের জয়, মৃত্যুর পরাজয় ও অক্ষয় নব জীবন।

এই সপ্তাহটি যথার্থই পুণ্য কারণ এই সপ্তাহে-ই সৃষ্টি হয়েছে পরিত্রাণের ক্রুশ, মুক্তির ক্রুশ, ধন্য সেই ক্রুশ। যে ক্রুশ হলো প্রভু যিশুর সিংহাসন। যে ক্রুশে দাঁড়িয়ে তিনি পাপশক্তিকে জয় করলেন। পাপী মানুষকে তার বুকে টেনে নিলেন। যে ক্রুশে আত্মোৎসর্গ করে তিনি পরম পিতার অসীম ভালোবাসার পরিচয় দিলেন। এই মহিমান্বিত ক্রুশই আমাদের বিশ্বাসের পরিচয় ও আমাদের গর্ব এবং তাই আমরা স্বীকার করে বলি... 'হে ক্রুশ পবিত্র, আমাদের একমাত্র মুক্তির আশা.. তোমাতে আমরা নত মস্তকে প্রণাম করি"। এই সপ্তাহটিই যথার্থই পুণ্য সপ্তাহ কারণ এই সপ্তাহে-ই সৃষ্টি হয়েছে পরিত্রাণে সংস্কার পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও যাজকবরণ সংস্কার। খ্রিস্ট হলেন চিরকালের প্রকৃত মহাযাজক। তিনি নিজেকে মুক্তিদায়ী বলি-রূপে উৎসর্গ করে তার যাজকত্বে অংশী করে যাজক ও শাশ্বত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করলেন। অন্তিম ভোজে তিনি সমাধা করে দিলেন চিরকালের জন্য তার প্রেমের স্মরণে এক মিলন ভোজের যজ্ঞরীতি। উৎসর্গীকৃত

তার দেহ খাদ্য রূপে এবং পাতিত রক্ত পানীয় রূপে গ্রহণ করে আমরা হয়ে উঠি শক্তিমান ও কলঙ্কমুক্ত।

এই সপ্তাহটি যথার্থই পুণ্যতম সপ্তাহ কারণ এই সপ্তাহে-ই সৃষ্টি হয়েছে ভালোবাসা ও সেবার সংস্কার। কারণ শেষ ভোজে নম্র হয়ে যিশু প্রভু-গুরু হয়েও নিজের হাতে তার শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে তিনি সেবা ও ভ্রাতৃ প্রেমের চূড়ান্ত এবং অনন্য আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। যার জন্য আমরা এই দিনটিকে বলে থাকি Maundy Thursday. Maundy মানে *mandatuum* হলো mandate যার অর্থ Commandments। যেমন যিশু বলেন, "নতুন আদেশ দিলাম, আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, তোমরা সবে সেইভাবে পরস্পরকে ভালোবাসবে"।

এই সপ্তাহটিই পুণ্য সপ্তাহ কারণ যে সপ্তাহে আমরা স্মরণ করি মানব ইতিহাসের সেই শ্রেষ্ঠ পুণ্য রজনীর কথা। পুণ্য শনিবারের নিস্তার বন্দনায় আমরা ২০ বারের বেশি শুনে থাকি 'ধন্য ধন্য সেই রাত্রি' যে রাত্রিতে দুরীভূত হয়েছে বিশ্ব জগতের পাপের অন্ধকার। যে রাত্রিতে স্বর্গ মিলিত হয় মর্তের সংগে, ঈশ্বর ও মানুষে স্থাপিত হয় নব সংযোগ। এই সপ্তাহটিই পুণ্যতম সপ্তাহ কারণ এই সপ্তাহে-ই স্মরণ করি 'সেই শূন্য সমাধি' মৃত্যু বিজয়ী প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের শুভ সংবাদ। যিশু মৃত্যুকে জয় করে আমাদের সামনে চিরকালের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন অমৃতলোকের প্রবেশদ্বার।

এই পুণ্য সপ্তাতেই আমরা স্মরণ করি আমাদের দীক্ষার ত্রিবিধ ভূমিকার কথা। আমাদের যাজকীয় ভূমিকা, রাজকীয় ভুমিকা ও আমাদের প্রাবক্তিক ভূমিকা। এই সপ্তাহে-ই আমরা স্মরণ করি ও স্বীকার করে নেই যে খ্রিস্ট আমাদের রাজা। রাজাধিরাজ হিসাবে যেরুসালেমে প্রবেশ শুধু ইস্রায়েলের রাজর্ষি দায়ুদের সন্তানের জয় নয় বিশ্ব মানবজাতি রাজেশ্বরের জয়-ই স্বীকার করি ও ঘোষণা করি। এই পুণ্য সপ্তাহেই সব চূড়ান্তভাবে ফয়সালা হয়ে যায় যে খ্রিস্ট হলেন রাজা, মানবজাতির মুক্তিদাতা। পিলাতের প্রশ্ন 'তুমি কি রাজা? যিশুর উত্তর 'তা আপনিই নিজেই বলেছেন'।আমরা তার রাজত্বে অংশীভাগি হয়েছি।

এই সপ্তাহে আমরা স্মরণ করি আমাদের যাজকীয় আহ্বানের কথা। কারণ তার প্রবর্তিত মহা যজ্ঞরীতি হলো তার প্রেমের স্মরণে আমাদের প্রতিদিনের মহা মিলন ভোজ। আর ক্রুশে তার আত্মবলিদান আমাদের প্রাবক্তিক ভূমিকা বা আহ্বানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে ক্রুশই আমাদের মুক্তি, ক্রুশেই আমাদের পরিচয়, জগতের কাছে এই ক্রুশের মাহাত্বেই আমাদের জীবন সাক্ষ্য। এই পুণ্য সপ্তাহটা যথার্থই পুণ্য ও পুণ্যতম সপ্তাহ, আমাদের জন্য মাহেন্দ্রক্ষণ। কারণ এই পবিত্র সময়ে আমরা স্মরণ করি যখন ঈশ্বর মানব পরিত্রাণের জন্য তার ঐতিহাসিক মহা পরিকল্পনার চূড়ান্ত উপসংহার টানেন তার পুত্রের আত্মাহুতির মাধ্যমে। 'ঈশ্বর মানুষকে এত ভালোবেসেছেন যে তার একমাত্র পুত্রকে নিঃশেষে দান করলেন যেন মানুষ আবার জীবন ফিরে পায়'। এই পুণ্য সময়ে আমরা আমাদের বিশ্বাসের জীবনের, আমাদের খ্রিস্টীয় পরিচয়ের মূল ঐশতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল তথ্য এবং রহস্যময় সত্যের মূল উপকরণগুলো নিয়ে শুভযোগে উৎসব করে থাকি।

এই পুণ্য সপ্তাহে-ই আমরা খ্রিস্ট প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর মৌলিক পরিচয় সেই মিলন সমাজের উৎসব করি, পরিত্রাণের লক্ষ্যে আমাদের পরস্পর মিলন ও দায়বদ্ধতা স্বীকার করি, আনুগত্য প্রকাশ করি, প্রতিশ্রুতি নবায়ন করি Chrism Mass উৎসর্গ করার মধ্যদিয়ে। এই অনুষ্ঠানেই আমরা মণ্ডলীর মৌলিক পরিচয় পাই যে মণ্ডলী এক মিলন সমাজ। যা এক বিশ্বাসে, এক সত্যে, এক লক্ষ্যে ঐক্যের বন্ধনে সেই ত্রিবিধ দায়িত্ব পালনে আহূত ও অঙ্গীকারবদ্ধ। এই দিনে স্থানীয় মণ্ডলীর প্রধান ধর্মপাল তার সমস্ত যাজকবর্গকে নিয়ে, তার চারণভূমির বিশ্বাসীভক্তদের নিয়ে খ্রিস্টযাগে মিলিত হন। যেখানে তার যাজকগণ তার প্রতি এই স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য পরিত্রাণদায়ী সেবাকাজে আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি তার কাছে নবায়ন করেন।

এই মহা যজ্ঞানুষ্ঠানেই সংস্কারীয় তেল আশীর্বাদ অনুষ্ঠিত হয় যা সারা বছর ধরে স্থানীয় মণ্ডলী অর্থ্যাৎ ধর্মপ্রদেশের বিশ্বাসীভক্ত মণ্ডলীর সংস্কারীয় সেবাকাজ পরিচালনায়, আত্মার যত্নে, পরিত্রাণের লক্ষ্যে তারা প্রেরিত হন। এই উপাসনায়-ই দেখি ধর্মপাল Chrism তেলের উপর ফু দেন পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করেন ও পবিত্র আত্মাকে নামিয়ে আনেন। এটা স্মরণ করিয়ে সেই সৃষ্টির শুরুর কথা 'পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন আর তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন *(আদি ২:৭)* তারপর আমরা দেখি পুনরুত্থানের পর যিশু তার শিষ্যদের দেখা দিয়ে তাদের দিকে একবার ফুঁ দিয়ে বললেন 'তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর' *(যোহন ২০ঃ ২২)* ধর্মপাল তেলের উপর ফুঁ দেওয়ার বাহ্যিক চিহ্ন হলো তেলের উপর পবিত্র আত্মার প্রবেশ অর্থ্যাৎ জীবনসঞ্চারী শক্তি লাভ। খ্রিস্টের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী পরিচালনায় পবিত্র আত্মার সক্রিয় ভূমিকা। এই Chrism Mass স্থানীয় মণ্ডলীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে যে, বিশপ তার যাজক সমাজ নিয়ে চারণভূমির বিশ্বাসী ভক্তজনগণ নিয়ে এক সিনডাল চার্চ যাদের একসাথে সহযাত্রী মণ্ডলী।

আসলে পুণ্য সপ্তাহের মূল উপকরণগুলোতে মণ্ডলীর মূল শিক্ষা ও পরিচয় রূপায়িত আছে। যাকে আমরা বর্তমানে Synodal Church নামে শুনছি। syn হচ্ছে Together আর hodos অনেক ভাবে অর্থ প্রকাশ পায় যেমন পথ, পন্থা, উপায়, আচরণ, ব্যবস্থা, যাত্রা ইত্যাদি। তবে পোপ মহোদয় এখান থেকে এই যাত্রা শব্দটা নিয়েছেন যার মূল হলো একত্রে যাত্রা। এক সাথে হাঁটা, এক সাথে চলা। অর্থ ঐশজনগণের একত্রে যাত্রা। যেমন আমরা আগে থেকেই দেখে আসছি যে মণ্ডলীর অস্তিত্বই হলো একটা তীর্থযাত্রী মণ্ডলী। এখনকার প্রেক্ষাপটে এই সিনডাল চার্চ এর ধারনায় যা আনা হয়েছে যা কোন একক বা দলগত বা গোষ্ঠীগতভাবে চলা নয় এবং কাউকে বাদ না দিয়ে বরং ঐশজনগণ সবায় একত্র, একতাবদ্ধ হয়ে এবং একাত্মভাবে (In the spirit of togetherness) সহযাত্রা। এটা এই নয় যে, পরস্পর দুজন বা কয়েকজন মিলে মার্চ করা বরং এটা হলো একটা ঘরের প্রতিটা পিলার যা পুরো দালানটাকে পরস্পর ধরে রাখে। এটা হলো পরস্পর পাশে থেকে, পাশে চলে যত্ন, ভালোবাসা, সাহস, শক্তি, শ্রবণ ও সমর্থনের একটা কাঁধে ভরসার হাত। এটা হলো পরস্পরের আস্থার একটা কাধ যেখানে একজন ও পরস্পরজন পুরোপুরি নির্ভর করতে পারে, এটা হলো বিশ্বাসের একটা শক্তি যখন একজন চলতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হবে না কারণ তার পাশে শুনার কেউ আছে, নির্ভর করার কেউ আছে, কাউকে না ফেলে তুলে নেওয়ার ভরসার একটা হাত আছে। এই একাত্মবোধ হলো পরস্পরের প্রতি ত্যাগে, মমতায়, আস্থায়, আনুগত্যে ও আন্তরিকতায় সহযাত্রা।

স্থানীয় মণ্ডলীর মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হলো Synodality...is a structured conversation among all the relevant ecclesial players....bishops, priests, and laity for the sake of hearing and discerning the voice of the Spirit (Barron, the Examiner, 56 (42), 2). এই সহযাত্রী মণ্ডলীতে সমস্ত ঐশজনমণ্ডলী স্বাধীন এবং তাদের সমৃদ্ধময় বিচিত্র দান-গুন নিয়ে একত্রে প্রার্থনা করতে, পরস্পরকে শুনতে, পরস্পরকে জানতে-বুঝতে, পরস্পরের সাথে সংলাপ করতে, পরস্পরের বোধ-বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে ও এক সাথে পথ চলতে এবং যতদূর সম্ভব ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণে পালনে ও আদান-প্রদানে ও পালকীয় সংগতিপূর্ণ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরস্পরকে সদপরামর্শ দেওয়া (In a synodal Church the whole community, in the free and rich diversity of its members, is called together to pray, listen, analyse, dialogue, discern and offer advice on making pastoral decisions which correspond as closely as possible to God's will (ICT, Syn., 67-68).

পোপ মহোদয় এই সিনডাল মণ্ডলীর তিনটা কার্যকরী ও প্রয়োগিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে

একটা কার্যসাধন পথ-পন্থা (Mechanism) দিয়েছেন। আর তা হলো (Communion) মিলন, (Participation) অংশগ্রহণ ও (Mission) প্রেরণ। এইগুলোর আলোকে আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর প্রেক্ষাপট যদি মূল্যায়ন করি তাহলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন সিনোডাল চার্চ -এর পরিচয়ে আমরা বেশ সক্রিয়। তবে এটাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে আমাদের প্রেরণকারী ভূমিকায় কিছু দুর্বলতা রয়েছে। প্রেরণের অন্তর্নিহিত চেতনাবোধ শক্ত না হলে এই বাহ্যিক মিলন ও অংশগ্রহণের মূল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। এই প্রেরণ হলো আমাদের জীবন সাক্ষ্য। তাছাড়া বর্তমান প্রাযুক্তিক যুগের এবং আকাশ সংস্কৃতির প্রকট প্রভাবের ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবনতা এত বেড়ে গেছে যে পারিবারিকতা, সামাজিকতা ও হৃদয়বৃত্তি চর্চার কৃষ্টি একবারেই দুর্বল হয়ে পরেছে আর এখানে সবচেয়ে বড় Synodality হলো পাশের জনকে শুনা, পরস্পরকে শুনা।

আর কয়েকটা বিষয় রয়েছে যা সব জায়গায়ই যে কয়েকটা বিষয় লক্ষণীয় আর তাহলো এখনো ভক্তজনগণ মণ্ডলী ভাবতে মনে করে বিশপ যাজক ব্রাদার-সিস্টাগণ। বলতে শুনা যায় 'আপনারাই তো মণ্ডলীর লোক"। এখানে যে বিষয়টা এখনো ঘাটতি রয়েছে সেটা হলো আমি, আমরা ভক্তজনগণ নিজেদের মণ্ডলীভুক্ত হতে পারিনি। একটা বিভাজন বা দলগত বা গোষ্ঠীগত দূরত্ব (Partisans বা isolated indiviuals) বা মানসিকতা রয়েছে। Synodality-র পরিপন্থী হলো Partisan মানসিকতা।

যেহেতু জনগণ এখনও আমাদেরই 'বিশপ যাজক ব্রাদার-সিস্টারদের' 'মণ্ডলী মনে করে তা হলে তাদের কাছে আমাদের দৃষ্টান্ত কি তা ভাবতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে যদি তারা এই সিনডাল Spirit ও জীবন দৃষ্টান্ত না পায় তবে তা হবে বড় দুঃখজনক বিষয়। তবে আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে Diocese and Congregation ... Partisans বা isolated individuals অবস্থান কিন্তু মৌলিক Synodal Church এর উদ্দেশ্যকে সমূহ ক্ষতি করছে। মণ্ডলীর এই Hierarchy অর্থ্যাৎ পালকীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সবার আন্তরিক সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতা না থাকলে শুধু Mission না বরং Evangelization Spirit না থাকলে সেই মণ্ডলী স্থবির থাকবে। ধর্মপালের সাথে সবার সক্রিয় ও আন্তরিক সহযাত্রীর ভূমিকা ও একত্র পথ চলা হলো স্থানীয় মণ্ডলীর প্রাণ।

এখনও দেখা যায় আমরা অনেকটাই প্রাতিষ্ঠানিক পালনকারী মণ্ডলী হয়েই রয়েছি। মনে হয় জনগণের জন্য দুদিন যাজক বা পালক না থাকলে তারা এতিম হয়ে যাবে, বিপথে চলে যাবে, পথে বসবে। আসলে তো তাই। আমাদের পারিবারিক-সামাজিক মণ্ডলীর চেতনার অভাব রয়েছে যার শক্ত ভিত্তি এখনও তৈরী হয়নি। সেই আদি মণ্ডলীর Synodal Spirit বর্তমান আমাদের কাঠামোগত সমাজ, জীবন ও বিশ্বাস ব্যবস্থায় সঞ্চারিত করতে না পারলে অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হয়ে উঠবে না।

খ্রিস্টের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী ক্রুশের পরিচয়ে ও মানদণ্ডে যেখানে রয়েছে প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ। এখনো আমরা আপোষকারী মণ্ডলী এই ভূমিকা নিয়ে চলছি। কারণ আমরা এখন আমাদের পরিচালিত স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক কিছুতে আপোশ করে যাই। ধর্মশিক্ষা সেকুলার মাপে দেখা হয়, আমাদের প্রতিষ্ঠানে ক্রুশ লাগাতে ভয় পাই, ঘন্টা পরলে অনুষ্ঠানের সময় তার প্রতি খেয়াল নেই। ধর্ম শিক্ষার আলাদা যত্নের ব্যবস্থা নেই। যে পর্যন্ত ক্রুশবহনকারী/ সাক্ষ্যদানকারী মণ্ডলী না হবো সেই পর্যন্ত মণ্ডলীর প্রচার হবে না প্রসার ঘটবে না।

স্থানীয় মণ্ডলীর অর্থ্যাৎ ধর্মপ্রদেশের পিছনে চারটা চালিকাশক্তি (Inner force) পবিত্র আত্মা, বাইবেল ঐশবাণী, পবিত্র ক্রুশ ও খ্রিস্টযাগ। মণ্ডলীকে প্রাণবন্ত সক্রিয়, জীবন্ত ও বর্তমান সময়ের Synodal Spirit দিতে গেলে এগুলোর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। নৌকায় চলতে গেলে তার দুটা দিককে নজর দিতে হয় একটা হলো হাল আর একটা হলো পাল। মঙ্গলসমাচার বা ঐশবাণী, পবিত্র ক্রুশ ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ এইগুলো সক্রিয়ভাবে হাল হিসাবে আমাদের জীবনে ধারণ ও বহন করে চললে পবিত্র আত্মা তার পালে গতি দিবে এবং সঠিক গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

পুণ্য সপ্তাহের Sting ও Strength শূল ও শক্তিগুলো নির্ণয় করে আমরা কি পাই? Sting গুলো হলো যেমন রয়েছে মানুষের দ্বিমুখী আচরণ, স্বার্থপরতা, আনুগত্যহীনতা, অসততা, অবিশ্বস্ততা, শত্রুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, চাতুরতা, ষড়যন্ত্র, হিংসা, বিদ্বেষ, নিন্দা, অপমান ও অকল্যাণ অন্ধকার যা মানুষ যিশুর জীবনে দেখিয়েছেন। আর অন্য দিকে Strength গুলো হলো মানুষের প্রতি যিশুর ভালোবাসা, মমতা, ক্ষমা, ত্যাগ, সেবা, নম্রতা, বিনয়, আত্মদান, কল্যাণ মানবমুক্তি ও পরিত্রাণ ও নবজীবন ও শান্তি ও আলো। পুণ্য সপ্তাহে একদিকে যুদার বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বস্ততা রয়েছে আবার মাগদালার ভক্তি প্রেমের অঞ্জলি ও রয়েছে। পুণ্য সপ্তাহে একদিকে পিতরের অস্বীকৃতি রয়েছে আবার তার অনুশোচনাও রয়েছে। পুণ্য সপ্তাহে এদিকে যিশুর প্রতি এক চোরের তিরস্কার ও বিদ্বেষ রয়েছে আবার অন্য চোরের আশ্চর্য বিশ্বাসও রয়েছে। এই পুণ্য সপ্তাহে একদিকে নিন্দা অপমান রয়েছে আবার অন্যদিকে ক্ষমা ও ভালেবাসাও রয়েছে। এই পুণ্য সপ্তহে একদিকে যেমন নিষ্ঠুর সৈন্য ও হত্যাকারী ফরিশীরা রয়েছে তেমনি অন্য দিকে মমতাময়ী মা মারীয়া, ভেরোনিকা ও সিরেনবাসী শিমিয়নও রয়েছে। এই পুণ্য সপ্তাহে এক দিকে যেমন রয়েছে মৃত্যু ও কবর আর অন্যদিকে রয়েছে পুনরুত্থান ও নব জীবন। সবচেয়ে বড় কথা হলো পুণ্য সপ্তাহে ক্রুশের তলায় মারীয়া ও যোহন রয়েছে। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-আনন্দে, যাতনাভোগের কঠিন যাত্রায়, যিশুর মৃত্যু-সমাধি এবং এর পর তার পুনরুত্থান ও যিশুর স্বর্গারোহণ পর্যন্ত প্রতিটা পদে তারা তার সহযাত্রী ছিল। যোহন যাজকের প্রতীক আর মারীয়া বিশ্বাসীভক্ত জনগণের প্রতীক। Synodal Church এর মুল অর্থ সত্য, শক্তি, পথ্য পাথেয় প্রেরণা এই পুণ্য সপ্তাহের উৎসবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে॥

চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

গ্রাম: চড়াখোলা, পো:অ: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর-১৭২০

স্থাপিত: ৩১-১০-২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশননং: ১৩

তারিখ: ২২-০৯-২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ, সংশোধিত রেজিষ্ট্রেশন. নং: ৩০, ০২-০৫-২০১২ খ্রিস্টাব্দ

১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(আর্থিক বছর ২০২২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ)

এতদ্বারা চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/ সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১২ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ** রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩:০০ টায় চড়াখোলা ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (আর্থিক বছর ২০২২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ) আহ্বান করা হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

কলিন্স টলেন্টিনু
চেয়ারম্যান
সিসিসিসিইউলিঃ

নিপু কর্ণেলিয়াস পেরেরা
সেক্রেটারী
সিসিসিসিইউলিঃ

বিজ্ঞ/৬১/২৪

পুণ্য সপ্তাহ হলো পবিত্রতার উদ্দেশে তীর্থযাত্রা

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

পুণ্য সপ্তাহ হলো পবিত্রতার অভিমুখে গমন বা পবিত্রতা লাভের উদ্দেশে তীর্থ যাত্রা - a Pilgrimage to holiness। মানুষ যেমন করে পুণ্য ভূমিতে তীর্থে গমন করে বা কোন সাধু-সাধ্বীর তীর্থ করে, পুণ্য সপ্তাহ তেমনি পুণ্য লাভের উদ্দেশে এক মহা তীর্থ যাত্রা। পুণ্য সপ্তাহ তাই জীবনে পুণ্য অর্জনের উদ্দেশে বিশেষ যাত্রা; পুণ্য সপ্তাহ হলো পবিত্র ঈশ্বরের পুণ্য সান্নিধ্য গভীরভাবে উপলব্ধি করার বিশেষ সময়। তাই এই সময়টি জীবনের একটি বিশেষ কৃপাময় মুহূর্ত; যিশুর সাথে এবং মধ্যদিয়ে জীবনের পবিত্রতার আরোহণ করা এবং মুক্তিদাতার আনন্দ উপলব্ধি করা। শাব্দিক অর্থের দিক থেকেও পুণ্য সপ্তাহের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। পুণ্য শব্দের অর্থ হলো পবিত্র, নির্মল, শুচি বা পরিশুদ্ধ, কলংকমুক্ত বা পাপমুক্ত বা নিষ্পাপ। সপ্তদিবস সাধারণত: পঞ্জিকার হিসাবে সাতটি দিন বুঝায়। কিন্তু বাইবেলের ভাষায় সপ্তদিবস হলো জীবনের সমগ্র সময়। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি সারা জীবন ধরে পুণ্য অর্জনের পথে যাত্রা করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একজন ব্যক্তির সারাটা জীবনই পুণ্য অর্জনের একটি তীর্থযাত্রা - পবিত্রতা লাভের উদ্দেশে পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলা।

পুণ্য সপ্তাহ হলো জীবনের নবায়ন কাল

পুণ্য সপ্তাহ মানুষকে বিশেষভাবে, খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আহ্বান করছে জীবন নবায়ন করতে। এই নবায়ন করতে হলে জীবনে নম্রতা একান্ত প্রয়োজন। নম্রতা আমাদেরকে নত হতে শিক্ষা দেয় এবং ঈশ্বরের কাছে এবং মানুষের কাছে আমাদের পাপ-অপরাধ স্বীকার করতে শক্তি দেয়। নম্রতা আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে ও ক্ষমা চাইতে শক্তি দান করে। যে ব্যক্তি নম্র নয়, সে নিজের অনেক দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে না এবং ক্ষমাও চায় না। ফলে, উক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষমার মহা দানের ঐশ আশীর্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। তাই পুণ্য সপ্তাহের শুরুতে, অর্থাৎ তালপত্র রোববার আমরা স্মরণ করি যে, যিশু গাধার পিঠে আরোহণ করে পুণ্য নগরী জেরুশালেমে প্রবেশ করে আমাদের সামনে এই সত্যটি তুলে ধরেছেন যে, পবিত্রতার পুণ্য নগরীতে বা হৃদয়ের পবিত্রতায় প্রবেশ করতে হলে আমাদের গাধার মত নম্রতা প্রয়োজন; এই নম্রতা ছাড়া পবিত্রতার তীর্থে গমন কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

পুণ্য সপ্তাহের ইতিহাস ও গুরুত্ব

যিশুর পুনরুত্থানের ঠিক পূর্ববর্তী সময়টিতে পুণ্য সপ্তাহ পালন করার রীতি যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই সময়টিতে সাধারণত: যিশুর যাতনাভোগ (The Passion) স্মরণ করা হয় এবং যিশুর যাতনাভোগের পুণ্য স্মৃতি ধর্মীয় উপাসনার মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়। পুণ্য সপ্তাহ বলতে সাধারণত: তালপত্র রোববার ও পুনরুত্থান রোববারের মধ্যবর্তী সময়কালকে বুঝানো হয়। [১]

পুণ্য সপ্তাহের সর্বপ্রাচীন ইতিহাস শুরু হয়েছিল প্রেরিতশিষ্যদের যুগ থেকেই - তা আমরা জানতে পারি পবিত্র বাইবেলে সাধু মথি ও সাধু যোহনের লেখা মঙ্গলসমাচার থেকে (*মথি ২১:১-১১; যোহন ১২:১২-১৯*)। পরবর্তীকালে সাধু মার্ক ও সাধু লূক তারা দু'জনই তা কিছুটা লিপিবদ্ধ করেন। প্রেরিতশিষ্যদের যুগে সাধারণত: যিশুর জীবনের শেষ দিনগুলোর স্মরণের উপরই জোর দেওয়া হতো। কিন্তু পুণ্য সপ্তাহের অনুভূতিগুলো তখন এত গভীরভাবে পালিত হতো কি-না, তা পরিষ্কারভাবে বলা না গেলেও এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে তা স্পষ্ট রূপ নেয়। আর তা শুরু হতো যিশু কর্তৃক বেথানিয়ার লাজারুসের পুনর্জীবনদানের কাহিনী এবং যিশুর পায়ে তৈল লেপনের কাহিনী স্মরণে সপ্তাপব্যাপী তীর্থ উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে। এর পরবর্তী দিন থেকে শুরু হয় মুক্তি সপ্তাহ বা পাস্কা সপ্তাহ, যাকে তারা বলতো 'মহা সপ্তাহ' বা Great Week। [২]

পুণ্য সপ্তাহ শুরু পুণ্য তীর্থ যাত্রা দিয়ে

বর্তমান খ্রিস্টীয় উপাসনার রীতি অনুসারে পুণ্য সপ্তাহ শুরু হয় মানব-মুক্তির উদ্দেশে কালভেরীর পুণ্য বেদীতে সমর্পণের উদ্দেশে যিশুর পুণ্য নগরীতে তীর্থ যাত্রার মধ্যদিয়ে। তিনি এক ঐশরাজা রূপে বিজয় মুকুট ধারণের জন্যে মহা সমারোহে ও মহা আনন্দে পুণ্য নগরী জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমরাও যদি আমাদের জীবনটাকে পবিত্রতায় মণ্ডিত হতে চাই, জীবনকে পবিত্রতার পুণ্য বসনে আবৃত করতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও যিশুর মত করে পুণ্য তীর্থ যাত্রা শুরু করতে হবে।

পুণ্য সপ্তাহের আহ্বান: "ধৌত হও"

পুণ্য সপ্তাহ আমাদেরকে আহ্বান করছে যেন আমরা আমাদের পাপ-কালিমা থেকে ধৌত হয়ে পরিশুদ্ধ হই, পবিত্র হই সুন্দর জীবনে যেন প্রবেশ করি। পুণ্য সপ্তাহের পুণ্য বৃহস্পতিবার যিশু কর্তৃক শিষ্যদের চরণ ধুয়ে দেওয়ার অনেক গভীর অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। যিশু আমাদের প্রত্যেকের চরণ ধুয়ে দিতে চান, আমাদের জীবনের সমস্ত ময়লা-আবর্জনা, পাপ-কালিমা ধুয়ে দিতে চান। আমাদের তাই যিশুর কাছে আসা প্রয়োজন; তাঁর কাছে আমাদের দীনতা ও পাপময়তা নম্রতার সাথে স্বীকার করা প্রয়োজন। পুণ্য সপ্তাহে আমাদের তাই বিশেষ সুন্দর এই প্রার্থনাটি যিশুর কাছে করবো: যিশু, আমাকে ধৌত কর; আমার সমস্ত মলিনতা দূর করে দাও।

পুণ্য সপ্তাহে জীবন নবীকরণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

পুণ্য সপ্তাহে আমরা আমাদের জীবনের এক গভীর ধ্যানে প্রবেশ করি যিশুর সাথে। আমরা আবিষ্কারকরি আমাদের অযোগ্যতা, পাপময়তা, জীবনের সৌন্দর্যহীনতা। তাই আমরা পূর্বের চেয়ে বেশি মনোযোগী হই পুণ্য সপ্তাহের প্রতিটি উপাসনায় ও প্রার্থনায় উপস্থিত থেকে জীবনকে নবায়নের জন্যে প্রস্তুত ও যোগ্য করে তুলি। তাই পুণ্য সপ্তাহ হলো আমাদের জীবন নবায়নের কাল এবং এই নবায়ন যে আত্মত্যাগ দাবি করে, তা পালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। পুণ্য সপ্তাহের শেষ প্রান্তে এসে পুণ্য শনিবার দিনটিতে আমরা আমাদের জীবনকে যিশুর আলোতে আলোকিত হয়ে চলার প্রতিজ্ঞা করি। পুনরুত্থিত যিশুর প্রতীক পাস্কা মোমবাতি থেকে আলো জ্বালিয়ে আমরা জীবন নবীকরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। আর তা হলো:

১. ঐশসন্তানের স্বাধীনতায় জীবন যাপন করার উদ্দেশে তোমরা কি পাপ পরিত্যাগ কর?
আমাদের উত্তর: হ্যাঁ, পরিত্যাগ করি।
২. তোমরা কি পাপের দাসত্ব অস্বীকার করে পাপের মায়া পরিত্যাগ কর?
আমাদের উত্তর: হ্যাঁ,পরিত্যাগ করি।
৩. স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে তোমরা কি বিশ্বাস কর?
আমাদের উত্তর: হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। [৩]

অনুতাপের সুফল

জীবনের এই পুণ্যক্ষণে মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর কাছে এসে আমাদের পাপ সেই অনুতাপী নারীর মত আমাদের অনুতাপের জলে যিশুর চরণ ধুয়ে দেই। আর বিনিময়ে মুক্তিদাতা যিশু তাঁর পবিত্রতার পুণ্যজলে আমাদের জীবন ধুয়ে দেন; আমাদেরকে তিনি নতুন জীবন দান করেন। আর এই মুক্তির আনন্দ আনন্দিত হওয়া হলো যিশুর সাথে আমাদের জীবনের পুনরুত্থানের আনন্দ - ঠিক যেমন তা লাভ করেছিলেন করগ্রাহক মথি, করগ্রাহক সক্কেয়, মাগদালেনা মারীয়া, সমরীয় নারী। যিশুর ক্ষমা পেয়ে তারা কত আনন্দিত, উল্লসিত।

তাই অনুতাপের একটি মহান সুফল হলো যিশুর সাথে পুনরুত্থিত হওয়া, জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলা। তাই Richard P.McBrien বলেন: পুনরুত্থান হলো জীবনের পুনর্গঠন বা Great Week Resurrection is the reconstrction of life।"[৪] মণ্ডলীতে এই সময় বিশেষ একটিমহৎ কার্যক্রম রয়েছে, আর তা হলো ভক্তজনগণের জন্যে পবিত্র পুনর্মিলন বা ব্যক্তিগত পাপস্বীকারের ব্যবস্থা করা। তাই এই সময় প্রতিটি গির্জায় পাপস্বীকার করার মধ্যদিয়ে পুণ্য সপ্তাহের তীর্থের পবিত্রতা লাভ করা। তাই প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের এটি একটি মহৎ দায়িত্ব ব্যক্তিগত পাপস্বীকারের মধ্যদিয়ে পুণ্য সপ্তাহের বিশেষ পুণ্য বা জীবনের পবিত্রতা অর্জন করা; জীবনকে নতুন করে গঠনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ও সেই মতে প্রতিদিন জীবন যাপন করা।

আমাদের প্রতি যিশুর আহ্বান: "তোমরা মন ফেরাও"

তাই আমাদের সবার প্রতি প্রেমময় যিশুর, তথা প্রেমময় ঈশ্বরের উদাত্ত আহ্বান: "তোমরা মন ফেরাও" (*মথি ৪:১৮*); "আমার কাছে ফিরে এসো" (*মালাখি ৩:৭*)। যিশু আমাদের সবাইকে অকাতরে নতুন জীবন দান করতে চান। তাই তিনি আমাদের উদ্দেশে বলেন: "আমি এসেছি, যেন মানুষ জীবন পায়; পরিপূর্ণ ভাবেই পায়" (*যোহন ১০:১০*)।

পুণ্য সপ্তাহের সুফল

পুণ্য সপ্তাহের সুফল হলো খ্রিস্টের শান্তিতে বাস করা, খ্রিস্টের শান্তি নিজ জীবনে উদ্‌যাপন করা এবং সেই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের শান্তি সর্বদা উপলব্ধি করা। তাই যিশু আমাদের বলেন: "তোমাদের শান্তি হোক।" আর আমরাও পুণ্য সপ্তাহের পুণ্য তীর্থে সর্বান্তকরণে প্রবেশ করে যিশুকে ধন্যবাদ জানিয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে বলবো: 'আল্লেলুইয়া', 'প্রভুর জয় হোক'।

গ্রন্থ সহায়িকা:

১. Holy Week in *The Catholic Encyclopedi*, New York, Vol.7, 1910, p.435.
২. দ্র: ঐ, পৃ: ৪৩৫
৩. প্রভুর দিন, পৃষ্ঠা ১৫৭
৪. Richard P.McBrien, *Catholicism*, P. 405.

মুক্তিযুদ্ধের শত স্মৃতি শত কথা-১

সুনীল পেরেরা

ভূমিকা: হাজার হাজার বছরের পরিক্রমায় এক পর্যায়ে এই প্রাচীন বঙ্গভূমির নাম হয়েছে বাংলাদেশ। এর অধিবাসীরা হলেন বাঙালি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ হলে এ অঞ্চলে অন্যরকম এক জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়েছিল। এটাই হলো ১৯০৫ 'বঙ্গভঙ্গ'। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে পূর্ব বঙ্গেও মুসলিম সমাজ তাদের সতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে ভাবনায় পড়ে যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত ভাগের আগে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী দিল্লীতে মুসলিম লীগের এক কনভেনশনে এক পাকিস্তানের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ভন্ডুল হয়ে যায়। বাংলার নেতারা তখন পাকিস্তানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। অবশেষে ধর্মের ভিত্তিতেই ভারত ভাগ হলো। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট। আমরা হলাম পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসী।

স্বাধীকার আন্দোলনঃ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একচোটিয়া জয় লাভ, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণ আন্দোলন এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, এর ফলেই বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন আরও বেগবান হতে থাকে।

বাংলার ঠিকানা খোঁজার লড়াই নতুন মাত্রা পায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন চত্বরে ছাত্রলীগের এক কর্মীসভায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আফতাব আহমদ শ্লোগান দিয়ে ওঠেন 'জয় বাংলা' বলে। পরে এটিই হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীকী শ্লোগান। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী সভায় দলের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেন 'জয় বাংলা'। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এক চেটিয়া এবং সারা পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ জয় লাভ করে। এই নির্বাচন ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব এবং ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণের ম্যান্ডেট। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপন ও গড়িমসি করায় পূর্ব পাকিস্তান ফুঁশে ওঠে। ১৯৭১ এর ১ মার্চ থেকে পাকিস্তান শব্দটি আর এ দেশে উচ্চারিত হয়নি। তখন থেকেই এটি বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শুরু হয় ২৫ দিন ব্যাপি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী মূলত এদেশের সেই জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের সকল প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বায়ত্বশাসন অথবা স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল পাকিস্তানের বিবেচনায় ইসলাম বিরোধী ও ভারতের চক্রান্ত। এর সূচনা হয়েছিল যখন ১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান আইন সভার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবী জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই নিয়েছিলেন এবং সমগ্র জাতিকে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এই জাতীয়তাবাদকে অবলম্বন করে একজোট হয়েছে। এভাবেই তিনি সমগ্র জাতিকে উজ্জীবিত করেছেন।

অগ্নিগর্ভ মার্চঃ একাত্তরের মার্চ ছিল অগ্নিগর্ভ। পহেলা মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিদের ঘোষণা দেন সৈরশাসক ইয়াহিয়া খান। গর্জে ওঠে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগের তরুণরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, তারা জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীতও নির্ধারণ করে দিয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে উড়ছে সোনালী মানচিত্র আঁকা লাল-সবুজ পতাকা। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সর্বত্রই চলছে হরতাল, মিটিং, মিছিল আর শ্লোগান। অফিস-আদালত, কল-কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সবই বন্ধ। জনতা শুধু আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার অপেক্ষায়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চঃ ১৯৭১ এর ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ১৯ মিনিটের এক যাদুকরী ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন,"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। এ ভাষণই সমগ্র জাতিকে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্দীপনা যুগিয়েছে। তার দেওয়া স্বাধীনতার ডাক সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জনতা ঘরে ঘরে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। ভাষার দাবীতে যে আন্দোলন ২৩ বছর আগে শুরু হয়েছিল, তা স্বাধীনতার দাবীতে চূড়ান্ত লক্ষে পৌঁছে। তখন থেকেই একটি শ্লোগান সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। তা হলো,"বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ ছিল বাঙালি জাতি আর বাংলাদেশের ইতিহাসে অগ্নিবান শিখার মত। স্বাধীনতার অমর কবি বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে সমগ্র জাতিকে করেছিল এক ধ্যানে ও মহান ব্রতে উদ্দীপ্ত। সমগ্র বাঙালিকে করেছিল জয় বাংলার সৈনিকে রূপান্তরিত। এই পর্বে ছিল অনেক রহস্য, অনেক নাটকীয়কতা আর কুটিলতা।

মুক্তিযুদ্ধঃ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ গভীর রাতে পাক হানাদার বাহিনী নির্বিচারে গনহত্যা শুরু করে। শুরু হয় জনতার প্রতিরোধ সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে বন্দী করা হয়। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের জাতীয় জীবনে ২৬ মার্চের তাৎপর্য অপরিসীম, অনন্য সাধারণ। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রথম বাক্যেই কিন্তু বলা হয়েছে, "যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য সত্তরে অবাদ নির্বাচন হয়।" যেহেতু সামরিক জান্তা কথা রাখেনি বরং আলোচনারত অবস্থায় তারা একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে গনহত্যা শুরু করে। তাই সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকার যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয়মাস ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করে পাক হানাদার বাহিনী। সর্বস্তরের জনতা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল সার্বিক মুক্তির প্রত্যাশায়। এক কোটি নিরাশ্রয় মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে। আগুনে পুড়ছে শতসহস্র বাড়িঘর, ধ্বংস হয়েছে যতসব রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ও অন্যান্য স্থাপনা। একাত্তরের ১০ এপ্রিল প্রনিত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত ভিত্তি। যুদ্ধের নয় মাসে সমস্ত খ্রিস্টান মিশনের প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে ওঠেছিল শরণার্থীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র। ১৯৭১ এর ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর অঞ্চলের বৈদ্যনাথ তলায় আম্রকাননে অনুষ্ঠিত হয় মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভবেরপাড়া মিশনের ফাদার ফ্রান্সিস এ গমেজ, সিস্টার ক্যাথেরিন এবং উক্ত অঞ্চলের খ্রিস্টান জনগণ। মিশনের সব চেয়ার টেবিল আর শতরঞ্জি দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য। ফাদার ফ্রান্সিস (পরে ময়মনসিংহের বিশপ হন) ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে এসব জিনিসপত্র মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে হস্তান্তর করেন। মুক্তি যুদ্ধে তিরিশ লাখ মানুষকে হত্যা করে পাক বাহিনী। দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করে।

নির্মমভাবে হত্যা করে ফাদার উইলিয়াম ইভান্স সিএসসি, ফাদার লুকাস মারান্ডী, ফাদার মারিও ভেরোনেসি আর একজন সিস্টার ঢাকায় আর্চবিশপ টি গাঙ্গুলী, ময়মনসিংহে ফাদার, বানিয়াচরে ফাদার রিগন, নটরডেম কলেজের ফাদার আর ডাব্লিও টিম সিএসসি নিরাশ্রয় মানুষদের আশ্রয় খাদ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। নাগরী ধর্মপল্লীতেই ১০,০০০ হাজার মানুষকে আশ্রয় খাদ্য ও সেবাদান করেছেন ফাদার গেডার্ট ও ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি।

কোটি কোটি মানুষের আত্মত্যাগ সংগ্রামের ফলে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর এ দেশ শত্রুমুক্ত হয়। ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসর্ম্পণ করতে বাধ্য হয় দখলদার হানাদার বাহিনী। চার শতাধিক খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে। একাত্তরের শোকার্ত ও বীরত্বগাঁথায় ঋদ্ধ এসব দিনগুলি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে নয়, ভবিষ্যতের পথচলায় নিত্য প্রেরণা হিসেবেও। আমাদের বদলে দেবার, বদলে যাবার, সংগ্রামে প্রেরনা যোগাবে একাত্তরের এই দিনগুলি।

আমার মুক্তিযুদ্ধঃ একাত্তরে আমি তাগড়া জোয়ান। পাকিস্তান কাউন্সিল এ সরকারি চাকরি করি। অফিস ছিল ঢাকা প্রেস ক্লাবের উল্টো দিকে আনসারি ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালায়। আমি দোতালায় বসে দেখতাম সারাদিন কেবলই মিটিং, মিছিল, গুলি আর বোমা হামলার পর লাশ। পল্টন ময়দান ছিল মিটিংয়ের প্রাণকেন্দ্র। সুযোগ পেলেই ছুটে যেতাম মিটিংয়ে। যৌবনের গরম রক্ত কেবলই অসহায়ের মত ছটফট করতাম।

৭ মার্চ দুপুরেই বাঁশের লাঠি হাতে জনতার সাথে চলে গেলাম রেসকোর্স ময়দানে। দশ লক্ষ মানুষের জনসমুদ্রে মহানায়ক এলেন ভাষন দিলেন মাত্র ১৯ মিনিট, সমস্ত জনতাকে সংগ্রামের বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করে দৃপ্ত পায়ে চলে গেলেন। আমরা অনেকটা অতৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেলাম। ভেবেছিলাম মহান নেতা মিটিংয়ে হুকুম দেবেন আর বাঙালি বাঁশের লাঠি হাতে পাক বাহিনীকে তেড়েমেরে দেশটা স্বাধীন করে ফেলব। মূলত ৭ মার্চের লাঠির প্রেরণাতেই বাঙালিরা পরে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে দ্বিধা করেনি। পঁচিশ মার্চের আগেই গ্রামে ফিরে গেলাম যেহেতু অফিস আদালত সব বন্ধ। গ্রামে ঘরে ঘরে বাঁশের লাঠি, বল্লম, বন্দুক প্রস্তুত। বেকার অবস্থা, তাই সারাদিন ক্ষেতে খামারে কাজ করি আর সমবেত কণ্ঠে স্বাধীনতার বিপ্লবী গান করি। বেলা ডুবে যাবার পর পরই ছুটে যাই ভোলাদাদা দের বাড়ি রেডিও শুনতে। তখন চড়াখোলা গ্রামে তিন চারটা মাত্র রেডিও ছিল। উঠানে বসেই তিন চার ঘন্টা বিবিসি আর আকাশবানীর খবর শোনতাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নাটক, বিপ্লবী গান, চরম পত্র আর জল্লাদের দরবার শুনে মধ্যরাতে বাড়ি ফিরতাম। গ্রামের চান্দার বাড়িতে দুটি পরিবার ছিল লন্ডন ও আমেরিকা বাসী। তাদের বড় রেডিও ছিল। সে বাড়িতে পুরো সংগ্রামের নয়মাস জনতার বড় আসর জমত রাতভর যুদ্ধের খবর শুনতে।

দিনে দিনে পাক আর্মিরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বিশেষ করে রেল স্টেশন, ব্রীজ-কালভার্ট পাহাড়া দিতে শুরু করে। রোজ আশ্রয়হীন মানুষের দল পায়ে হেঁটে শহর থেকে আসছে। তাদের কারও গন্তব্য ভৈরব, কুমিল্লা, নোয়াখালী। আমরা দল বেধে তাদের সাহায্য করি, আশ্রয় দেই, খাদ্য ও পানীয় দেই। অনেকে রাতের জন্য আশ্রয় চায়। এক বাক্যে সবাই রাজী হয়ে যায়। এরই মধ্যে গ্রামে গ্রামে ট্রেনিং শুরু হয়েছে বাঁশের লাঠি দিয়ে। অনেকে চুপচাপ ভারতে চলে যাচ্ছে ট্রেনিং নিতে। আমাদের এলাকা হতে কাছে কুমিল্লার বর্ডার। তাই পায়ে হেঁটে, নৌকায় চড়ে যে যেভাবে সুযোগ পাচ্ছে পালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে। অনেকে পালাচ্ছে এ কারণে যে, বাবা-মা হয়তো অনুমতি দেবে না।

এপ্রিলের শেষ দিকে অফিস আদালত খুলতে শুরু করেছে সামরিক জান্তা হুকুমে। দুরুদুরু বক্ষে পায়ে হেঁটে টঙ্গি পার হয়ে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়ে বাস চলাচল করছে। বাসে উঠতেই দেখি দু'জন সৈনিক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে। সবাইকে সিট থেকে নামিয়ে ফ্লোরে বসালো। কিছুদূর যাবার পর সব যাত্রীদের নামানো হলো। লাইন করে দাঁড়ালাম। এক এক করে ডান্ডি কার্ড (আইডেনটিটি কার্ড) চেক করা হচ্ছে। আমরা চার জন ছিলাম একসাথে কারও কোন কার্ড নেই। শেষে চেক করা হচ্ছে কে মুক্তিযোদ্ধা। ভয়ে বুক, পা কাঁপছে। লাইন থেকে শুধু দু'টি যুবককে ধরে রেখে বাকীদের ছেড়ে দিল। সেদিনই সুনীল নাম পাল্টে সানিয়েল লিখে আই ডি কার্ড করলাম। এভাবেই সপ্তাহান্তে পায়ে হেঁটে বাড়ি আসি আর অফিস করি।

তখন সবে মাত্র বর্ষা শুরু হয়েছে। আমাদের বাড়ির পাশে জোয়ারের পানি এসেছে। এ সময় ভেটুর গ্রামের সমর কস্তা তার দল নিয়ে এলাকায় চলে আসে। কয়দিন পরেই ডাঙ্গা হতে চলে আসে ঢাকার পলো ভাইয়ের দল। সঙ্গে আমার বন্ধু চুয়ারিখোলার হাসু ভাই। দলের সবাই শিক্ষিত শহুরে ছেলে। কেউ কেউ ইঞ্জিনীয়ার, দু'জন নটরডেম কলেজের ছাত্র ছিল। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন নটরডেম কলেজে চাকরিরত ছিলাম তখন ওরা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেল। হাসু ভাই আমার উপর দায়িত্ব দিয়ে সে চলে যায় ডাঙ্গা এলাকায় অস্ত্র আর গোলাবারুদ আনতে।

গ্রামে সারা পড়ে গেল। দারুন উত্তেজনা। মাতব্বদের নিয়ে পরামর্শ করলাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো যোয়াকিম কোড়াইয়ার বাড়িতে। সবাই সাহায্য করে ডাল ভাতের ব্যবস্থা করলাম। পাক আর্মি তখন আড়িখোলা স্টেশনে, কালীগঞ্জে এবং তুমিলিয়া গির্জার উত্তর পাশে পুলে প্রহরারত। আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই আসা যায়। তাই দূরেই রাখার ব্যবস্থা হলো। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সিদ্ধান্ত হলো আমাদের গ্রামে রাখা নিরাপদ হবে না। যোদ্ধাদেরও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো বিলের মাঝখানে পুইন্যার টেক গ্রামে। নৌকা ছাড়া ওখানে যাবার কোন উপায় নেই। আমাদের গ্রামের নৌকা সব পানির নিচে ডুবিয়ে রাখা হলো। হাঁটা রাস্তায় শেষ প্রান্তে শৈলেনদের বাড়ি এখানেই পাহাড়া রাখা হলো। সিরিল মাতব্বর হুশিয়ারী মানুষ, তাই পরিকল্পনাটা তার মাথায় এসেছিল।

পরদিন দুপুরের আগে মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকায় করে কালীগঞ্জ অপারেশনে নিয়ে যেতে হবে। খুবই সিক্রেট ব্যাপার। জাকি কোড়াইয়ার বড় নৌকা নিয়ে আমরা চলে গেলাম পুইন্যার টেক। কিরন রোজারিও, শৈলেন পেরেরা, গাব্রিল কস্তা, গিলবার্ট পেরেরা, সুবাস রোজারিও, বিজয় রিবেরুসহ আরও কয়েকজন নৌকা বেয়ে রওনা হলাম বোয়ালীর উদ্দেশে। নৌকার সামনে কিছু বাজার সদাই, সবজি রাখা হলো। দেখলে মনে হবে আমরা বাজার করে এসেছি। নৌকায় সাতজন যোদ্ধা, একটি মাত্র ত্রি নট ত্রি রাইফেল আর কয়েকটা হ্যান্ড গ্রেনেড ও তৈরি বোমা যা তারা নিজেরাই গতরাতে তৈরি করেছে। আগের দিন বার দুই রেকি করে এসেছে কালীগঞ্জে। অপারেশন হবে প্রথমে পাওয়ার হাউজ উরিয়ে দেবে, তারপর যাবে ব্যাংকে আর পোষ্ট অফিসে টাকা লুট করতে। যুদ্ধ করতে হলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। পাওয়ার হাউজের ছাদে মেশিনগান বসানো রয়েছে। এলাকাটা একদম ফাঁকা। তাই অতিক্রম করতে হবে যখন ওরা পাহাড়া ছেড়ে খেতে নামে তখন।

আমাদের নৌকা বিলের মধ্যে দেখেই বোয়ালী গ্রামে রটে যায় মুক্তিযোদ্ধারা কালীগঞ্জ আক্রমন করবে। লোকজন কেমন ভীত সন্ত্রস্ত। আমাদের দেখে সবাই যেন অখুশি, আপদ মনে করছে। পাওয়ার হাউজের কাছাকাছি তুমিলিয়া ভাদার্তী গ্রামের মানুষ ইতোমধ্যে অনেকেই সরে এসেছে। কথায় বলে যুদ্ধের খবর বাতাসের আগে ছড়ায়। আমরা স্টেশনের কাছাকাছি যেতেই খবর এলো খান সেনারা আজ সকাল থেকেই ছাদের উপর থেকে নামেনি। হয়তো লোকজনের অবস্থা থেকে ওরাও টের পেয়েছে। তাছাড়া অনেকেই হয়তো চায়নি তাদের এলাকা জ্বালিয়ে ছাড়খার করে দেবে। (চলবে)

ছোটদের আসর

বড় কে?

ফাদার জর্জ কমল সিএসসি

একবার হাতের ৫টি আঙ্গুলের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল কে সবচেয়ে বড়? প্রথমে কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি বললো, "আমি সবচেয়ে বড়। যখন কোন সমাবেশ হয়, বড় অনুষ্ঠান হয়, তখন কে সবার সামনে গিয়ে বসে? যারা জ্ঞানী গুণী, বিখ্যাত ও সম্মানিত তারাই, তাই না? হাত জোড় করে যখন কেউ নমস্কার দেয়, তখন কে সবার আগে থাকে? আমি কনিষ্ঠা সবার সামনে থাকি। সুতরাং আমি সবচেয়ে বড়, বিখ্যাত এবং সম্মানিত। অনামিকা বলল, "আচ্ছা, যখন বিয়েতে লোকে আংটি পড়ে, তখন কোন আঙ্গুলে পড়ে? আংটি তো খুবই মূল্যবান, সুন্দর। এই দামি আংটিটা লোকেরা আমার মধ্যে পড়ে সুতরাং, আমিই বড়।"

এবার মধ্যমা দাঁড়িয়ে অন্যদের বলল, "আমি মুখে বলতে চাই না কে বড়, কে ছোট, তোমরা শুধু তাকিয়ে দেখ, কে বড়? খালি কথায় তো চিড়া ভিজে না। একজন অন্ধ লোকও বলে দিতে পারবে, কে বড়?" এবার তর্জনী উঠে বললো,

"যখন বড় বড় সভায় হাজার হাজার মানুষের সামনে বক্তৃতা দেয়া হয়, তখন বক্তৃতা দানের সময় কাকে দেখানো হয়? (তজর্নীকে) আমাকে! হাজার হাজার মানুষ আমাকে দেখে, তোকে দেখে না। কাজেই আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয়।"

পরিশেষে আসলো বৃদ্ধা। সে বলল, "তোমরা আমাকে বৃদ্ধ বলে অবহেলা কর, কিন্তু একদিন আমি ছিলাম তোমাদের মতো শক্তিশালী এখন আমি জীর্ণ-শীর্ণ, তথাপি আমার অভিজ্ঞতাকে তোমরা অবহেলা কর না। তোমাদের শুধু একটি প্রশ্ন করি, তোমাদের সামনে জ্ঞান কোষের যে মোটা বইটা রয়েছে, আমার সাহায্য ছাড়া কে সেটা ধরে উপরে তুলতে পার? কেউ পার কি? না, পারবে না। আমার সহযোগিতা তোমাদের প্রয়োজন, আবার তোমাদের সহযোগিতা আমার প্রয়োজন। এটাই হল জীবন-

একে অন্যের সহযোগিতায় আমরা জীবন পথে এগিয়ে যাই। কোন বিরোধিতা করে নয়। তাই ইংরেজিতে বলা হয়- "United we stand, and divided we fall" "ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমরা জয়ী হই, আর দলাদলি করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাই।"

গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা ১ম খণ্ড

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

স্যাভিও জন গমেজ
৭ম শ্রেণী
তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়

যীশু বাউলের দু'টি কবিতা

অলসতা-বিলাসিতা

অলসতা আর বিলাসিতা
আপন ভাই মনে প্রাণে,
ধ্বংস ও পতন আনে সর্বোলোক
এ কথা জেনে রেখো নিশ্চিত
সর্বজনে।

সদা-সর্বদা, সজাগ-সর্তক থেকো
পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হতে
শুদ্ধ সুন্দর জীবন গড়ার নিমন্ত্রণে।

প্রার্থনা-দান-উপবাস

প্রার্থনা: অন্তর আত্মা শুদ্ধ হবার
আহবান
দান: উদার চিত্তের পথ দেখায়
উপবাস: সংযত জীবনের পথ
রচনা করে।

তাই জীবন গঠনের সাধন মাঝে
জেগে থেকো: প্রার্থনা-দান-
উপবাসে
পরম স্রষ্টার সাথে মিলনের
নিমন্ত্রণ।

জুবিলীর পুণ্যবর্ষের জাতীয় যুব দিবস - ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

'আশায় আনন্দিত হও (রোমিয় ১২:১২)' এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে জুবিলীর পুণ্যবষের জাতীয় যুব দিবস আয়োজন করা হয়। এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে এবং সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের সহযোগিতায় বিগত ২৩-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে লক্ষীপুর কাথলিক ধর্মপল্লী, কুলাউড়া, সিলেটে যুবাদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রার জাতীয় যুব দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ৫০৪ জন যুবক-যুবতী, ৪৫ জন ফাদার ,৪০ জন সিস্টার, মোট ৫৮৯ জন অংশগ্রহণকারী এই যুবতীর্থে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম দিন

সকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত অতিথি, বিশপ, ফাদার ও যুবাদের সিলেট ধর্মপ্রদেশ তাদের নিজস্ব কৃষ্টি অনুযায়ী বরণ করে নেন। এরপর বিকালে জাতীয় পতাকা, জাতীয় যুব কমিশনের পতাকা ও অন্যান্য ধর্মপ্রদেশের যুব কমিশনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। একই সাথে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। শান্তির প্রতীক হিসেবে কবুতর উড়োনো হয়। এরপর লোগো উন্মোচন করেন, লোগোর ব্যাখ্যা প্রদান করেন ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি, নির্বাহী সচিব, এপিসকপাল যুব কমিশন। এরপর বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ধর্মপাল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ- যুব দিবসের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। ফাদার সাগর লুইস রোজারিও, ওমএমআই, ভারপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। জাতীয় যুব দিবস সম্পর্কে ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু, সিএসসি শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন যুব দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২৬ নভেম্বর খ্রিস্টরাজার পর্বে ৩৮তম আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মূলভাব নির্ধারিত করেছিলেন "আশায় আনন্দিত হও"। আর এই মূলভাবের উপর কথা বলেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, ধর্মপাল, সিলেট ধর্মপ্রদেশ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যুব সমাজ যেন আশাময় জীবনকে পরিচর্যা করে এবং সে আশাকে অন্যের সাথে সহভাগিতা করে। প্রার্থনায় বিশ্বাসের সন্ধান করা, আশায় আলো জ্বালানো এবং পরিশেষে বলেন, আশাময় জীবনই খ্রিস্ট। এর মধ্য দিয়েই তিনি বক্তব্য শেষ করেন। এরপর যুবদিবসের মূলভাবের উপর নির্মিত গানের নৃত্য প্রদর্শন করে। পরবর্তীতে সকলের প্রত্যাশাগুলো, প্রত্যাশার-ক্রুশে গাথা হয়। বিকালে যুবদিবসের ক্রুশ স্থাপন করা হয়। এরপর মঞ্চ মূকাভিনয়ের মাধ্যমে ক্রুশের পথ হয়। এরপরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ।

রাতের আহারের পর সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন সকলকে বরণ করে নেন পিঠা, পান, চাপাতা ও হাতের ব্র্যাসলেট প্রদানের মাধ্যমে। ফাদার ব্রুসলি লামিন, যুব-সমন্বয়কারী, সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন- শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এরপরই শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় যুব কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। এরপর নিজ নিজ সংস্কৃতি ও গানের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান সম্পন্ন করে। সবশেষে প্রার্থনা ও পরবর্তী দিনের দিক-নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিন

সকালে খ্রিস্টযাগ এর মধ্যদিয়ে দিনটি শুরু হয়। এই খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। এরপরে আহ্বান মেলার স্টল উদ্বোধন হয়। আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। তিনি বলেন, "এই ধরনের প্রোগ্রাম করার পেছনে আমাদের দুটি উদ্দেশ্য থাকে। প্রথমত আনন্দ করা ও নতুন কিছু শেখা। এরপরই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আহ্বান স্টলগুলো বিশপগণ ফিটা কেটে উদ্বোধন করেন। এরপর সকলেই স্টলগুলো পরিদর্শন করেন। স্টলগুলো উদ্বোধন করা শেষে সকল ফাদারগণ ব্রাদারগণ সিস্টারগণ ও সকল যুবক-যুবতী বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে। এসময় এপিসকপাল যুব কমিশন ও ৮টি ধর্মপ্রদেশ আলাদা আলাদা দলে র‍্যালীতে যোগদান করে। র‍্যালী শেষে নবনিযুক্ত বাংলাদেশে ভাতিকান রাষ্ট্রদূতকে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রধান ফটকে ফুলের মালা, মান্দি রীতি অনুযায়ী খুতুপ ও থক্কা প্রদান করা হয় সিলেট ধর্মপ্রদেশের পক্ষ হতে। এরপর খাসিয়া গানের নাচের শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে হলঘরের সামনে নিয়ে আসা হয়। এরপর আবারো ভাতিকান রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল- কে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের রীতি অনুযায়ী শুভেচ্ছা ও বরণ করে নেওয়া হয়। রাজশাহী ও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে তাদের কৃষ্টি অনুযায়ী পা ধুয়ে দেওয়া হয়। জিজাস ইয়ুথ এর পক্ষ তাকে পুঁথির মালা গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় এবং ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ রাজা বা প্রধান অতিথি প্রতীক স্বরূপ খুতুপ পরিয়ে দেওয়া হয়। সিলেট ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে বিশেষ পানীয় পান করার জন্য দেয়া হয়। বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্টস্ মুভমেন্ট (বিসিএসএম) এর পক্ষ থেকে সবুজ গাছ, কারুশিল্প ও একটি ফটোফ্রেম দেয়া হয়। এরপর আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। পরে অতিথিগণ ধর্মপ্রদেশভিত্তিক ছবি তুলেন এবং এপিসকপাল যুব কমিশনের জুবিলীর লোগো উন্মোচন করেন ভাতিকান রাষ্ট্রদূত। বিশপগণ ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ও অন্যান্য অতিথিদের শুভেচ্ছা উত্তরীয়, ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়। এপিসকপাল যুব কমিশনের জুবিলী উপলক্ষে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি। তিনি তাঁর বক্তব্যে যুবদিবসের সূচনা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন, "জুবিলী ক্রুশ যুবাদের বিশপীয় ক্রুশ"। এরপর সকল যুব-সমন্বয়কারী ও সেক্রেটারিদের ক্রেস্ট ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বিশপ শরৎ গমেজ, সিলেট ধর্মপ্রদেশ। এসময় বিশপ বলেন, "আমরা এই পর্যন্ত এসেছি, এর পেছনে অনেক ইতিহাস রয়েছে, দিনে দিনে আমরা উন্নত হচ্ছি কিন্তু আমরা কতটুকু দেশকে কিংবা মণ্ডলীকে ভালোবাসি? তাই বিশপ মহোদয় আহ্বান করেন, সবার চেষ্টা করতে হবে যে যার অবস্থানে থেকে দেশকে ও মণ্ডলীকে ভালোবাসা।

এরপর বক্তব্য প্রদান করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। এই সময়

তিনি যুবাদের উৎসাহিত করার জন্য বলেন স্বপ্ন হতেই হবে এরকম যে, নিজেকে সুখী হতে হবে। তাই আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং স্থান পূরণ করতে হবে, আর এই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমরা কাউকেই পিছনে ফেলে রাখবো না। আমরা সকলে একত্রে বেড়ে উঠবো। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল, রাষ্ট্রদূত। তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন একতা ও আহ্বান এবং অন্যের প্রতি যত্নদান। পরবর্তীতে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মুহিবুল রহমান মামুন, মাননীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুলাউড়া উপজেলা, মৌলভীবাজার জেলা। তিনি তাঁর বক্তব্যে একতা ও সমতা বিষয়ে উপস্থাপন করেন ও গুরুত্ব দেন। তিনি আরো বলেন, কাউকে পেছনে না ফেলে যেন সকলে একসাথে এগিয়ে যায়। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এপিসকপাল যুব কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। এসময় তিনি যুবদিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর জুবিলী বর্ষের যুবদিবসের কেক কাটা হয়। তারপর হ্যারিটেজ কর্ণার উদ্বোধন করা হয় ও সকলে পরিদর্শন করে।

দুপুরের বিরতির পর বিকালে ধর্মক্লাস শুরু হয়। এটি তিনটি আলাদা গ্রুপে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম অধিবেশনের মূলভাব মানবপাচার রোধে যুব সচেতনতা ও করণীয়

মূলভাবের আলোকে লূক রচিত মঙ্গলসমাচার হতে একটি বাণীপাঠ করেন- সিস্টার মিতালি কস্তা এসএমআরএ তালিথাকুম মূলভাবের আলোকে কিছু কথা বলেন। তালিথা শব্দের অর্থ 'খুকুমনি জেগে উঠো'। এখানে সকল যুবক-যুবতীদের জেগে উঠতে অনুপ্রেরণা দেওয়া হয় মানবপাচার রোধের জন্য। তালিথাকুম একটি নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগের মাধ্যম। এই যোগাযোগ মাধ্যমটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় যুবাদের মাধ্যমে। এ সময় তালিথাকুম গড়ে উঠার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়। এসময় যুবাদের বলা হয় যদি কেউ থাকে পাচার হয়েছে, তাহলে তাদেরকে জানাতে বলা হয়। তারা এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিবে। শ্রদ্ধেয়া সিস্টার যোসেফিন রোজারিও এসএসএমআই মানবপাচার (Human Trafficking) এর সম্পর্কে বলে। এখানে তিনি বলেন মানব পাচারের ফলে অনেকেই যৌনদাসী হয়ে জীবন পার করে। এটি এখন একটি বাণিজ্যের রূপ নিয়েছে। এই বাণিজ্যকে যুবক যুবতীরা রুখতে পারে। যুবারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অন্য যুবাদের সচেতন করতে পারে। মানবপাচার রোধে যুবারা যা করতে পারে,

- সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করা
- লেখালেখি (গল্প কিংবা কবিতা আকারে প্রকাশ)
- অন্যদের সামনাসামনি জানানো

দ্বিতীয় অধিবেশনের মূলভাব: ইয়ুথ কাউন্সিলিং: মন যে বুঝে মনের কথা

এই বিষয় নিয়ে ড. সিস্টার গ্লোরিয়া রোজারিও এমপিডিএ তার অধিবেশন শুরু করেন। অধিবেশনটি তিনি শুরু করেছিলেন দলীয় খেলার আয়োজনের মাধ্যমে। এরপর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা ও মূলবিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, সর্বদা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিবাচক চিন্তা করা উচিত। একইভাবে তিনি সুন্দর মন ও সুন্দর চিন্তা ধারণের জন্য সবাইকে চোখ বন্ধ রাখার মাধ্যমে ব্যবহারিক কাজ করতে দেন। সেই সাথে কাউন্সিলিংয়ের গুরুত্ব ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। অবশেষে, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে অধিবেশনটি সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় অধিবেশনের মূলভাব: খ্রিস্টবিশ্বাসের যুবজীবনে মণ্ডলীর শিক্ষা ও যুব পরামর্শ

ড. ফাদার মিন্টু পালমা, যুবদিবসের ২য় দিনে দুপুরের পর অধিবেশন পরিচালনা করেন। তিনি সমাজ উন্নয়ন এবং বৈবাহিক জীবন ও জীবন সংগ্রাম নিয়ে ধর্মক্লাস নেন। তিনি বৈবাহিক জীবনের সম্পর্ক, বৈবাহিক জীবনের সংগ্রাম, চ্যালেঞ্জগুলো তার ক্লাসে তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি, স্বামী ও স্ত্রী হওয়াকে জীবনের সবচেয়ে বড় ক্যারিয়ার বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বর্তমান বিশ্বে যুবাদের উপর আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব এবং এর নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরেন।

৩টি ধর্মক্লাস শেষ হওয়ার পর জপমালা প্রার্থনা শুরু হয়। এটি পরিচালনা করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ। রাতের আহারের পর বক্তব্য দেন শ্রদ্ধেয় ব্রাদার জেমস্ রিপন গমেজ, সিএসসি, প্রাক্তন যুব-সমন্বয়কারী, এপিসকপাল যুব কমিশন। এরপর বিশ্ব যুব দিবসের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন মি. তন্ময় ডি' কস্তা (ঢাকা) ও মিসেস মেরিসিয়া টংপেয়ার (সিলেট)। এরপর ৪টি ধর্মপ্রদেশের (বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনটি সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় দিন

যুবদিবসের সকল অংশগ্রহণকারী এক্সপোজারের জন্য প্রস্তুত হয়। এরপর বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয় এক্সপোজারের উদ্দেশ্যে। এক্সপোজারের স্থানগুলো ছিল মেরিনা চাবাগান, গাজীপুর চাবাগান, মেঘটিলা পুঞ্জি, নিউরাঙ্গি পুঞ্জি, আমুলী পুঞ্জি, মুরাইছড়া পুঞ্জি, নুনছড়া পুঞ্জি ও লুতিঝুড়ি পুঞ্জি এই সকল জায়গাগুলোতে সকলে চলে যায় দুপুর পর্যন্ত এই পুঞ্জি বা ছড়াতে সময় কাটায় সকল অংশগ্রহণকারীরা। সেখানকার জীবনযাপন ও পাহাড়ে ঘুরাঘুরি করে অর্ধবেলা পার করে বিকালের দিকে সকল গ্রুপ লক্ষীপুর মিশনে ফিরে আসে।

এরপরে পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ও পাপস্বীকার শুরু হয়। আরাধনায় সহযোগিতা করেন জিজাস ইয়ুথ ও পাপস্বীকার শুনেন উপস্থিত সকল ফাদারগণ। আহারের পর আলোর উৎসব ও বন্ধুত্বের আনন্দ পর্ব শুরু হয়। শুরুতেই প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি দুই গ্রুপের অগ্নি আশীর্বাদ করেন। এরপর পুরো আলোর উৎসব পরিচালনা করে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ। সবশেষে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সব সমাপ্ত হয়।

চতুর্থ দিন

দিনটির শুরু হয় সকালের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যেখানে মূলভাব ছিল "প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বরকে দেখা ও অনুভব করা। প্রার্থনা পরিচালনা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। এরপরে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ একটি এনিমেশন পরিবেশ প্রদর্শন করেন।

প্রথম অধিবেশনে কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করেন মি. প্যাট্রিক পিউরীফিকেশন, প্রাক্তন সভাপতি, বিসিএসএম। এখানে কিছু প্রশ্ন ছিল যেগুলো তিনি ভালোভাবে সবাইকে উপস্থাপন করেন। এরপরেই কৃতি যুবাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ছিলেন মি. প্রদীপ টিগ্গা (দিনাজপুর), মি. অংকন কস্তা (ঢাকা), মি. মাইকেল অধিকারী (চট্টগ্রাম) ও মি. সুব্রত হালদার (খুলনা)। তাদের সমাজে বিশেষ ভূমিকার জন্য বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সাথে ক্রেস্ট ও উত্তরীয় দেওয়া হয়। এরপর আর্চবিশপ সুব্রত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, "আমরা যারা পৃথিবী ও পোপ মহোদয়কে ভালোবাসি, তারা অবশ্যই পৃথিবীর যত্ন নেব"। এরপর আহ্বান মেলার ডকুমেন্টশন ভিডিওটি প্রদর্শন করা হয়। এরপরে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা করেন। সাথে তাদের কার্যক্রমের ভিডিও প্রদর্শন করে। "তারা আমাদের স্বপ্ন" সবার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমাদেরকেও স্বপ্ন দেখতে হবে, ইতিবাচক স্বপ্ন দেখতে হবে। বক্তব্যের পর তাদের ক্রেস্ট ও উত্তরীয়ের মধ্য দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

অধিবেশনের পর বিভিন্ন গ্রুপের এক্সপোজারের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করা হয়। আহার শেষে সিলেট ধর্মপ্রদেশ এনিমেশন পরিবেশন করে। কর্মপরিকল্পনার প্রস্তুতিতে নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশে সকলে আলোচনায় বসে। শেষে ইংরেজীতে মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল। খ্রিস্টযাগে সবাই যুবপ্রতিজ্ঞা পাঠ করে।

খ্রিস্টযাগ শেষে প্রেরণ বাণী পাঠ করা হয়। যুবদিবস আহ্বায়ক ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি সবাইকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরবর্তী যুব দিবস অনুষ্ঠিত হবে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে। সিলেট ধর্মপ্রদেশ হতে যুব ক্রুশ হস্তান্তর করা হয় ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশকে।

রাতের আহারের পর পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল, এ্যাপস্টলিক নুনসিও ও পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি এর উপস্থিতিতে যথাক্রমে বিসিএসএম, রাজশাহী, সিলেট, ঢাকা ও অন্যান্য যুবারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এই রাতেই ফিরে আসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ।

শেষদিন সকালে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার সাগর রোজারিও ওএমআই। সবার শুভ বিদায়ের মধ্যদিয়ে শেষ হয় যুবদিবস॥

মুক্তিদাতা স্কুলে আন্তঃক্লাস বিজ্ঞান মেলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উদ্‌যাপন

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন সিএসসি ▯ মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী এর আয়োজনে গত ১২ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ তিন দিন ব্যাপি আন্তঃ ক্লাস বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কৃষি-ভূগোল ও শিল্পসংস্কৃতি মেলা এবং শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বিজ্ঞান মেলার শুভ উদ্বোধন করেন ভিকার জেনারেল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ এবং মুক্তিদাতা হাই স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: আব্দুল সামাদ মন্ডল, অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত), সরকারী বি.এড. কলেজ, রাজশাহী এবং অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি, প্রধান শিক্ষক, মুক্তিদাতা হাই স্কুল। অনুষ্ঠানের প্রথমেই ছিল আসন গ্রহণ। পরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ জাতীয় সংগীত, শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো, জ্ঞানের প্রতীক প্রদীপ প্রজ্বলন, উদ্বোধনী নৃত্য, ব্যাজ, ফুলের তোড়া ও উত্তোরিয় প্রদানের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, কেবল মাত্র বইয়ের জ্ঞানই মানুষকে জ্ঞানী করে না, বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠবে। অতঃপর অতিথিদের সম্মাননা স্মারক ও উপহার প্রদান করা হয়। অতিথিবৃন্দ ফিতা কেটে বিজ্ঞান মেলার শুভ উদ্বোধন করেন।

পরের দিন ১৩ মার্চ রোজ বুধবার দুইদিন ব্যাপি বার্ষিক শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্বপন মন্ডল আরও উপস্থিত ছিলেন ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, এবং ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন সিএসসি। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, দেশ, জাতি, সমাজ, পরিবার ইত্যাদির পরিচয় বহন করে সংস্কৃতি। যাদের সংস্কৃতি যত বেশি সমৃদ্ধি তারা তত উন্নত। এই প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আবৃত্তি, গান, Action Song, নৃত্য, উপস্থিত বক্তব্য, একক অভিনয়, ধারাবাহিক গল্প বলা, দেশাত্ববোধক গান, দলীয় নৃত্যে অংশগ্রহণ করে।

বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, অসীম ক্রুশ এবং ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি। অতঃপর অতিথিদের সম্মাননা স্মারক ও উপহার প্রদানের মাধ্যমে তিন দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত করা হয়॥

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের বিশ্বাসের তীর্থ- ২০২৪

এডওয়ার্ড হালদার ▯ গত ৫ ও ১১ মার্চ বরিশাল ডাইওসিসে দুইভাগে স্বাস্থ্য সেবা কমিশনের আয়োজনে নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীতে এবং বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের নিয়ে সাড়া দিন ব্যাপি বিশ্বাসের তীর্থ আয়োজন করা হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের বিশ্বাসের এই তীর্থের মূলসুর ছিল "প্রভুতে আনন্দ কর, আর নেই ভয়"। গত ৫ মার্চ নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীতে প্রথমভাগে বিশ্বাসের এই তীর্থ আয়োজন করা হয়। এখানে গৌরনদী, ঘোড়ারপাড়, নারিকেলবাড়ি চলবল, বানিয়ারচর ও ফরিদপুর ধর্মপল্লী থেকে মোট ৯৯ জন অংশগ্রহণ করে। ১১ মার্চ দ্বিতীয় ভাগে বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে আয়োজন করা হয়। এখানে পাদ্রীশিবপুর ও ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী থেকে মোট ৬৮ জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল প্রার্থনা, ভাই-বোনদের ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান এবং এর পরপরই সবাইকে পা ধোঁয়ানার মধ্য দিয়ে স্বাগত জানান বরিশাল ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয় দুইভাগে অনুষ্ঠিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের বিশ্বাসের এই তীর্থে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ভাগে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ থিওটনিয়াস গোমেজ, সিএসসি বিশেষ ভাই-বোনদের সাথে তার আনন্দ সহভাগিতা করেন। তাদের সাথে মূলসুরের বিষয়ে সহভাগিতা করেন, তাদের জন্য পবিত্র খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং অসুস্থদের জন্য বিশেষ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তাদের সুস্থতা কামনায় খ্রিষ্টযাগে প্রার্থনা করেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের অংশগ্রহণ ক্রুশের পথ পরিচালনা করেন ফাদার লরেন্স সৈকত বিশ্বাস ও সিষ্টার মুন্না গোমেজ, এলএইচসি।

খ্রীষ্টযাগের পর পরই তাদের জন্য খেলাধূলা ও নাচ-গানের আয়োজন করা হয়। খেলাধূলা ও নাচ-গানে তারা প্রত্যেকেই সক্রিয়ভবে অংশগ্রহণ করেন। এখানে তাদের অনেক সুপ্ত প্রতিভা বেরিয়ে আসে। দেখা যায় অনেকে সুন্দর গান করতে পারে, বাদ্য বাজাতে পারে আবার অনেকে সুন্দর নাচতে পারে। তাদের এই প্রাণবন্ততা, সরলতা আসলে অনেক আনন্দের। অনেক সময় আমাদের সুস্থ্য মানুষদেরও লজ্জা দেয়। অনুষ্ঠানে তাদের কাছে অনুভূতি জানতে চাওয়া হলে তারা আনন্দের সঙ্গে একবাক্যে বলে উঠেন তাদের খুব ভালো লেগেছে এবং এ ধরনের অনুষ্ঠান তারা আরো বেশি করে চায়। প্রকৃত পক্ষে আনন্দের মাঝে ঈশ্বরকে দেখা যায়, তারই একটা উদাহরণ। যে আনন্দ, সেই আনন্দ শুধু তারা নয়, আমরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম আমরা প্রত্যেই তা উপলব্ধি করেছি। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের বিশ্বাসের এই তীর্থে তাদের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন- বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও ভিকার জেনারেল শ্রদ্ধেয় ফাদার লাজারুস গোমেজ, নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার লিন্টু রায়, ফাদার লরেন্স সৈকত বিশ্বাস, স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের সকল সদস্যগণ এবং সেবাদান কারি ভাই-বোনেরা॥

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার - ২০২৪খ্রিস্টবর্ষ

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "যিশুর ছোট্ট শিশুরাও একেকজন ক্ষুদে প্রেরণকর্মী"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ১৫ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে তপস্যাকালীন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল ক্রুশের পথ। এরপর সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নবনিযুক্ত ও মনোনীত সহকারি বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। উপদেশে তিনি বলেন, "যোগ্য প্রেরণকর্মী হওয়ার জন্য প্রার্থনা, আত্মদান ও অর্থবল খুবই প্রয়োজন।" খ্রিস্টযাগের পর ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের সকল শিশুদের পক্ষ থেকে সহকারি বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজকে পুষ্প মাল্য দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর শিশুরা র‍্যালি করে গির্জা প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণপূর্বক টিফিন গ্রহণ করে। সিস্টার মেরী তৃষিতা মূলসুরের উপর তার অর্থপূর্ণ সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ সবাইকে এবং সহকারি পলপুরোহিত ফাদার সনি মাইকেল রোজারিও সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ২০০ জন শিশু, ৪০ জন এনিমেটর, ৬জন সিস্টার এবং ৩জন ফাদার উপস্থিত ছিলেন॥

কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ত্যাগ ও সেবা অভিযান এবং কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▯ 'স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই' প্রতিপাদ্য নিয়ে উদ্‌যাপন করা হলো ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০২৪ ও কারিতাস রবিবার। ১০ মার্চ মালিবাগস্থ কারিতাস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই। অনুষ্ঠানে প্রাজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চার ধর্মের ধর্মীয় নেতাগণ যথাক্রমে শুলপুর ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ও পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীর প্রফেসর ফাদার শিপন পিটার রিবেরু, কাওরান বাজারের আম্বর শাহ মসজিদের খতিব মাওলানা মাজহারুল ইসলাম, অগ্রনী ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক ও বাংলাদেশ সনাতন মহাজোটের সেক্রেটারি সাধন চন্দ্র মন্ডল, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ফেডারেশনের সেক্রেটারি ও আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের ভাইস-প্রিন্সিপাল ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় মহাথের। এছাড়া কারিতাস বাংলাদেশ এর পরিচালক (কর্মসূচি) দাউদ জীবন দাশ, পরিচালক অর্থ ও প্রশাসন রিমি সুবাস দাশ, পরিচালক, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সিডিআই) থিওফিল নকরেকসহ কারিতাস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয়, সিডিআই ও সিএইচএনএফপি'র কর্মী ও কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই বলেন, 'দরিদ্ররা মানব মর্যাদা থেকে বঞ্চিত তাই তাদের সেবা করার পাশাপাশি মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা আমাদের দায়িত্ব।' তিনি অংশগ্রহণকারীদের কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মানুষ হতে অনুপ্রাণীত করেন এবং ত্যাগস্বীকার, দান ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানান।

কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও বলেন, 'আমরা কারিতাসে শুধু অন্যের অর্থ দিয়ে সেবা কাজ করি তাই নয়; 'ত্যাগ ও সেবা অভিযান' প্রকল্পে নিজেরা

আর্থিক অনুদান দিয়ে সেবাকাজে অংশগ্রহণ করি, কারিতাসের একটি অনন্য প্রকল্প হলো ত্যাগ ও সেবা অভিযান।'

অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মূলসুরের উপর ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে তাৎপর্যপূর্ণ সহভাগিতা করেন। সারা দেশে ১৬৬ জন কর্মী-কর্মকর্তাকে কারিতাস বাংলাদেশে সেবাকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লং সার্ভিস এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

পরিশেষে মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়॥

অভিভাবক সেমিনার

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই ০৭-০৩-২০২৪ খ্রিস্টাব্দে নলুয়াকুঁড়ি কুমারী মারীয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কারিতাস ফরমেশন অব ইয়ুথ এন্ড টিচারস প্রজেক্ট ময়মনসিংহ সার্বিক সহযোগিতা ও অর্থায়নে অর্ধদিন অভিভাবক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অভিভাবক সেমিনারের মূলসুর ছিল "সমন্বিত শিক্ষা" এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অভিভাবকের ভূমিকা।" উক্ত বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার লুর্দমেরী কস্তা ও সিস্টার সুলেখা গমেজ এসএসএমআই। প্রধান শিক্ষকা সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। আলোচিত বিষয়ে অভিভাবকদের উদ্দেশে অত্যন্ত সুন্দর ও অর্থপূর্ণ বিষয় আলোকপাত করা হয়। শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক ছাড়াও আরো সহভাগিতা করেন প্রোগ্রাম অফিসার রোজী রংমা। তিনি শিক্ষার গুরুত্ব কতটা জরুরী তাই সহভাগিতা করেন এবং এক্ষেত্রে অভিভাবকের করণীয় দিক তুলে ধরেন। এছাড়াও সেমিনারে আরো বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব, ময়মনসিংহ কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ফাদার অশেষ দিও, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ফাদার জোভান্নী গারগান এসএক্স। অনেক অভিভাবকের উপস্থিতিতে দিনটি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মুক্তালোচনা যেখানে অভিভাবকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার শেষে সভাপতি ফাদার জোভান্নী গারগান এসএক্স বক্তব্য রাখেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

নাগরীতে গা.মা.সা. পালকীয় এলাকার খ্রিস্টভক্তদের তীর্থযাত্রা

ডিকন রাসেল আন্তনী রিবেরু বিগত ১৫ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার নাগরী ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের গা.মা.সা. পালকীয় অঞ্চলের ভক্তজনগণের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধিকল্পে প্রায়শ্চিত্তকালীন একটি তীর্থযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই তীর্থযাত্রায় গা.মা.সা. পালকীয় এলাকার অন্তর্ভূক্ত ৪টি কোয়াজি ধর্মপল্লী ও কেন্দ্র (কেওয়াচালা, ফাওকাল, উথলী ও জিরানী) থেকে ৫ জন যাজক, ১ জন ডিকন, ৭ জন সিস্টার ও ২৩০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। ঐ দিন খ্রিস্টভক্তগণ নিজ নিজ কেন্দ্র থেকে যাত্রা করে সকাল ৯.০০ টার মধ্যে নাগরীর পানজোড়াতে সাধু আন্তনীর তীর্থ চত্বরে উপস্থিত হন। শুরুতেই নাগরী ধর্মপল্লীর পক্ষে সহকারী পুরোহিত ফাদার বিশ্বজিৎ বার্ণাড বর্মন উপস্থিত সবাইকে স্বাগতম জানান। উথলী কোয়াজি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও তীর্থ কমিটির আহ্বায়ক ফাদার চঞ্চল হিউবার্ট পেরেরা এই তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা জানান এবং দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এরপর সকাল ৯:২০ মিনিটে উপস্থিত সকলে সাধু আন্তনীর তীর্থ চত্বরে ঘুরে ঘুরে ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করেন। ক্রুশের পথের পরে সকলে নাগরী ধর্মপল্লীর গির্জায় যান এবং সেখানে কেওয়াচালা কোয়াজি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ পবিত্র শাস্ত্রের আলোকে তপস্যাকালের উপর কিছু অনুধ্যান তুলে ধরেন। তিনি তার সহভাগিতায় আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি, অন্তরের পবিত্রতা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। ফাদারের সহভাগিতার পর উপস্থিত সকলে পবিত্র আরাধ্য সংস্কারের আরাধনায় অংশগ্রহণ করেন। আরাধনা চলাকালীন সময়ে খ্রিস্টভক্তগণ পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করেন। আরাধনার পরে দুপুর ১২:১৫ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ। তিনি খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে খ্রিস্টীয় দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণীর আলোকে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে গা.মা.সা. পালকীয় অঞ্চলের সভাপতি ফাদার জন পাওলো, পিমে নাগরী ধর্মপল্লীর পুরোহিতদ্বয়কে সুন্দর আয়োজন ও সহযোগিতার জন্য গা.মা.সা পালকীয় অঞ্চলের সমস্ত খ্রিস্টভক্তের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি গা.মা.সা. পালকীয় এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এই তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে এই তীর্থযাত্রার সমাপ্তি ঘটে॥

সনদ নং ঃ ০৪৯৭৮-০০৭১১-০০৫৫২ এমআরএ ঃ ০০০০৫৬৪

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন এবং এনজিও ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রীকৃত। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে। ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ কর্তৃক পরিচালিত এবং এম আর এ অনুমোদিত সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্পে **"ম্যানেজার"** পদে নিয়োগের জন্য সৎ, যোগ্য ও পরিশ্রমী প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। **পদের বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হ'লোঃ**

পদের বিবরণ ও দায়িত্ব কর্তব্যসমূহঃ	প্রয়োজনীয় শর্তাবলীঃ
• পদের নাম ঃ **ম্যানেজার** • কর্ম এলাকা ঃ গ্রীণরোড ও মিরপুর কর্ম এলাকা • বয়স ঃ নূন্যতম ৩০ বছর • দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ - সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ, - কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করা - হিসাব সংরক্ষণ ও বাজেট প্রণযন করা **প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহঃ** • কর্ম এলাকায় সুবিধা বঞ্চিত নারীদেরকে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বনের জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।	• শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী থাকতে হবে। • কমপক্ষে ৩ বছরের সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। • মোটর সাইকেল চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে **অন্যান্য শর্তাবলীঃ** • গতিশীল নেতৃত্ব, মাঠ পর্যায়ে সার্বিক দিকনির্দেশনা ও তড়িৎ সিদ্ধান্ত প্রদানের দক্ষতা থাকতে হবে। • নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনে শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা থাকতে হবে।
• পদের নাম ঃ **ক্রেডিট অর্গানাইজার** • কর্ম এলাকা ঃ গ্রীণরোড ও মিরপুর কর্ম এলাকা • বয়স ঃ ২৫ - ৩৫ বছর **প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহঃ** • কর্ম এলাকায় সুবিধা বঞ্চিত নারীদেরকে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বনের জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।	• শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কমপক্ষে স্নাতক পাশ। • অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **অন্যান্য শর্তাবলীঃ** • প্রয়োজনে অফিসের সময়ের বাইরে ও ছুটির দিনে কাজ করবার মানসিকতা থাকতে হবে। • মানুষের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে কৌশলী হতে হবে। • সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারদর্শী হতে হবে।

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি : বেতন ও ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী :

- প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি জমা দিতে হবে।
- দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
- আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদিসহ **আগামী ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের মধ্যে** সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা ১২০৫, এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) প্রেরণ করতে হবে।

কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার TA/DA প্রদান করা হবে না।

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ

১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড,ঢাকা-১২০৫, ই-মেইলঃ dhakaywca@gmail.com

বিজ্ঞ/৬২/২৪

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নং: দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৩-২০২৪/৬৭২ তারিখ: ১৯ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর প্রজেক্ট - ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লি: এর জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্র: নং:	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	স্টোর ম্যানেজার	০১	অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষ	- ন্যূনতম স্নাতক, যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স অগ্রাধিকারযোগ্য। - হাসপাতাল স্টোরে নূন্যতম ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - পণ্য স্টোরে প্রবেশ থেকে শুরু করে পণ্য ডেলিভারি পর্যন্ত হাসপাতালের সামগ্রিক স্টোর অপারেশন বজায় রাখা। - হাসপাতালের স্টোর পরিচালনার জন্য দায়ী, দোকানের নীতি এবং এসওপি প্রস্তুত এবং স্থাপন। - হাসপাতালের নীতি অনুযায়ী হাসপাতালের পণ্যের ইনকামিং এবং আউটগোয়িং প্রক্রিয়া বজায় রাখা। - হাসপাতালের নীতি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সম্পদ ও সরঞ্জাম (স্থায়ী সম্পদ) পরিচালনা করা।

শর্তাবলীঃ-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। প্রতিষ্ঠানের কর্ম এলাকায় যে কোন জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৮। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৯। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১০। আপনার আবেদনপত্রটি hrd@divinemercyhospital.com জমা দিতে পারেন।
১১। আবেদন পত্র আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী
দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা:
মানব সম্পদ বিভাগ
ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ
ঠিকানাঃ মঠবাড়ি, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বিজ্ঞ/৬৩/২৪

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রাণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা
- উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনপদ
- গীতাবলী
- ভক্তিপুষ্প
- শেকড়ের অন্বেষণে পূর্ববঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম
- বিশ্বাস ও জীবন
- তুমি আছো, আমি আছি

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 11
Regd. No. DA-33
❖ 24 - 30 March, 2024, ১০ - ১৬ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অনন্তধামে দরদী প্রাণ সিস্টার মেরী মাইকেল, এসএমআরএ

"শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছো,
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছো।"

প্রয়াত সিস্টার মেরী মাইকেল, এসএমআরএ

প্রার্থনাশীল, দরদীপ্রাণ সিস্টার মেরী মাইকেল এসএমআরএ, আমাদের প্রিয় সংঘ "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিণী" সংঘের একজন সভ্যা। তিনি বার্ধক্য জনিত কারণে তুমিলিয়া মাতৃগৃহের শান্তিভবনে সাক্রামেন্ত দ্বারা সবলীকৃত হয়ে ভগ্নীদের সাক্ষাতে ১৮ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ রোজ সোমবার রাত ১০:০৫ মিনিটে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

১৯৩৫ খ্রিস্টবর্ষের ২৮ মার্চ পিতা যোসেফ মংগল গমেজ ও মাতা এঞ্জেলিনা কস্তার ঘর আলোকিত করে দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর দড়িপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তারা সাভারের ধরেন্ডা গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তার বাপ্তিস্মের নাম আন্না মেরী গমেজ। চার ভাইয়ের একমাত্র আদরের ছোট বোন ছিলেন সিস্টার মেরী মাইকেল এসএমআরএ। তার বড় ভাই স্বর্গীয় ফাদার পল গমেজ একজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ছিলেন। নিজ জীবনে প্রভুর আহ্বান আবিষ্কার করে তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী" সংঘে প্রবেশ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি প্রথম ব্রত এবং ১৯৬০ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবনের পূর্ণতায় তিনি ১৯৭৯ খ্রিস্টবর্ষের ৬জানুয়ারি রজত জয়ন্তী, ২০০৪ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ২০১৪ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেন।

সিস্টার মেরী মাইকেল একজন সুদক্ষ প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক এবং আশ্রম পরিচালিকা হিসেবে খ্রিস্টমণ্ডলী ও সংঘে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়েছেন। তিনি সেন্ট মেরীস গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একজন আদর্শ শিক্ষিকা হিসেবে শিক্ষকতা পেশার মধ্যদিয়ে বহু শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিয়েছেন। ১৯৯০ থেকে ২০০০খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত তিনি সুদীর্ঘ ১০ বছর বটমলী হোম অর্ফানেজে অনাথ ও এতিম শিশুদের মাঝে তার সেবাদায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে প্রভুর মঙ্গলবাণী প্রচার করেন। তার সুদীর্ঘ ৭০ বছর সেবার জীবনের প্রৈরিতিক ক্ষেত্রগুলি হলো শুলপুর, কুমিল্লা, মেরীহাউজ, ময়মনসিংহ, নারিকেলবাড়ি,বানিয়ারচর, বটমলী হোম, পানজোরা ও তুমিলিয়া। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মিশুক, প্রার্থনাশীল, দরদী. পরিশ্রমী, সদালাপী, শান্তশিষ্ট, মৃদুভাষী, হাসিখুশী, সহজ-সরল, নিরবকর্মী, ধীর-স্থির, ধৈর্যশীল কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বাস্থ্যসচেতন একজন পরোপকারী ব্রতধারিণী ছিলেন। আর্ট- পেইন্টিং-সেলাই, বাগান করা, গান করা ও বই পড়া ছিল তার শখের কাজ। এতিম, অনাথ ও দরিদ্রদের প্রতি তার ভালোবাসা ও মাতৃস্নেহ ছিল অপরিমেয় সিস্টার তার প্রার্থনাশীল আধ্যাত্মিক জীবন ও সেবাময় কর্মজীবন দিয়ে আমাদের সংঘকে তথা সমগ্র খ্রিস্ট মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করেছেন। আজ এ পবিত্র খ্রিস্টযাগে সিস্টারের জীবনের সমস্ত গুণাবলী ও সুন্দর সেবাকাজের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমাদের জীবনে তা অনুকরণের কৃপা চাই। আমরা বিশ্বাস করি সিস্টার আজ তার সকল শুভ কাজের জন্য পুণ্যমণ্ডিত হয়ে পরম পিতার আবাসে তার সৌরভ ছড়াচ্ছেন এবং আমাদের জন্য মঙ্গল আশিস বর্ষণ করছেন। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org